প্রকাশনায় ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা ১ • ১২ - ১৮ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শান্তির শিল্পী হওয়ার আহ্বান

নতুন সূর্যের ভোর

বিনম্র মেষপালক প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সকল যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, কাটেখিস্ট ও ভক্তজনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর উপাসনা ও প্রার্থনা কমিশনের উদ্যোগে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে 'খ্রীষ্টযাগ রীতি' উপাসনা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে; যা পূর্বের প্রভুর স্মরণোৎসব বইয়ের বর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে খ্রিষ্টযাগের উপাসনায় এ 'খ্রীষ্টযাগ রীতি'গ্রন্থটির ব্যবহার ১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের সময় ভক্তজনসাধারণের উত্তরগুলো কার্ড আকারে ছাপানো ও বিতরণের জন্য দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

Catholic Bishops' Conference of Bangladesh

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!!

- বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর উপাসনা ও প্রার্থনা কমিশনের উদ্যোগে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বর্ধিত ও পরিমার্জিত 'খ্রীষ্টযাগ রীতি' উপাসনা গ্রন্থটি।

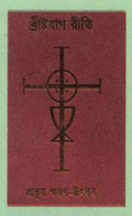

- The Catholic Directory of Bangladesh 2019.

স্টক শেষ হওয়ার আগেই অর্ডার করুন

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন

পাওয়া যাচ্ছে ! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির নতুন রকমের আকর্ষনীয় বিশাল সম্ভার।

* রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি
* পানপাত্র
* আকর্ষনীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা
* এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই

আপনাদের পরিবারে খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষে ধর্মীয় দ্রবাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

তাহলে আর দেরী কেন আজই চলে আসুন আমাদের বিক্রয়কেন্দ্রে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

▮▮▮ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ০১
▮▮▮▮▮ ১২ - ১৮ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ২৯ পৌষ - ৫ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ভাল করার যাত্রা অব্যাহত থাকুক নতুন দশকে

মহাকালের গর্ভে বিলীন হলো ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ। স্বাগত সম্ভাবনাময় ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। একটি ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি আমরা। শুধু নতুন একটি বছর নয় একটি দশকেরও শুরু হলো। বিগত দশক ও বছরে আমাদের দেশে ও বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যে পরিবর্তনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রসার বেশি ঘটেছে। আমাদের দেশ দরিদ্র দেশ থেকে হয়ে ওঠেছে নিম্ন মধ্যবিত্তের দেশ। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও না খেয়ে মারা যাচ্ছে না মানুষ। শরণার্থী রোহিঙ্গাদের প্রয়োজন মেটাতে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বনাঞ্চলের উপর চাপ পড়লেও বিগত বছরে বাংলাদেশে সবুজায়ন বেড়েছে। গার্মেন্টস সেক্টর, প্রবাসী কর্মসংস্থান ক্ষেত্র, রেমিটেন্স প্রবাহের ধারা সুস্থির থাকলেও অস্থিরতা বেড়েছে শিক্ষাঙ্গণ, বাজার, সড়ক ও পরিবহনে। সড়কে বিশৃঙ্খলাই যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। দেশ এবং বিশ্বে রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় ছিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের সারাবিশ্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকুক তা সকলের প্রত্যাশা। তবে এ প্রত্যাশা পূরণে রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উগ্র দলবাদও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক নেতাই সর্বজনীন মঙ্গলবাদকে উপেক্ষা করেন। ফলশ্রুতিতে দেশে এবং বিশ্বে সংঘাত ও যুদ্ধ বাঁধে এবং শান্তি দূরীভূত হয়।

মানব জীবনে শান্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকাঙ্ক্ষিত। আর তাই খ্রিস্টীয় নববর্ষ শুরুই হয় শান্তির আহ্বান জানিয়ে। ১ জানুয়ারি সারা বিশ্বে পালিত হয় শান্তি দিবস। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পালিত হচ্ছে ৫৩তম বিশ্ব শান্তিদিবস। পোপ ফ্রান্সিস শান্তিদিবসের বাণীতে সকলকে অনুরোধ করেন, শান্তির শিল্পী হওয়ার জন্যে; যেন পুনর্মিলন ও সংলাপের আলোকে পরিবেশ দূষণমুক্তের যাত্রায় জীবনকে নতুনরূপে দেখার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়। আমরা প্রত্যেকে নতুন মানুষ হবার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে গেলেও দেশ এবং বিশ্বও নতুন হয়ে ওঠবে। নতুন বছরের বার্তা হলো পুরনো বছরের সব ব্যর্থতা, হতাশা আর না পাওয়ার বেদনাকে পেছনে ফেলে রেখে নতুন ভাবনা, নতুন পরিকল্পনা নিয়ে নব চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। পুরনোর অর্জন রক্ষা ও ব্যর্থতা ডিঙানোর সুযোগ এনে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ আমাদের সবাইকে আশাবাদী করছে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে।

২০২০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ইরানের প্রভাবশালী সামরিক কমাণ্ডার সোলাইমানিকে হত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা যথাক্রমে বিশ্ব ও বাংলাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ইরান ফুঁসছে প্রতিশোধ স্পৃহায় আর ঢাকা ফুঁসছে ধর্ষকের যথাযথ শাস্তির প্রত্যাশায়। তবে প্রতিশোধ গ্রহণ ও শান্তি প্রদানই সমস্যার সমাধান নয়। যারা এ জঘন্য কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো একান্ত দরকার। উগ্র দলবাদ, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গীবাদ, জীবননাশ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের সংস্কৃতি দূর করার চিন্তা শুরু হোক এই দশকের শুরু থেকে। শিশুকাল থেকেই যথার্থ নৈতিক ও মানবিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও ভদ্র জাতি হিসেবে গড়ে তোলার একটি আন্দোলন শুরু হোক আমাদের এ সোনার বাংলায়।

৩ জানুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রাল গির্জায়। বাংলাদেশ মণ্ডলী গঠনে ও স্থানীয়করণে তার অবদানের কথা যথার্থভাবে স্মরণ করে বাংলাদেশ মণ্ডলী শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সংস্কৃতিতে সাক্ষ্যদান করার সুযোগটি গ্রহণ করুক। বর্তমানে যার অভাব কিছুটা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

খ্রিস্টীয় নতুন বছরে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইলো। নতুন বছর সবার জীবনে নতুন হয়ে দেখা দিক। ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হয়ে উঠুক মঙ্গলময়॥ ✝

"তখন পিতর কথা বলতে লাগলেন, 'আমি সত্যিই বুঝতে পারছি, ঈশ্বর কারও পক্ষপাত করেন না। কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভয় করে ও ন্যায় পালন করে, সে তাঁর গ্রহণীয় হয়। - শিষ্যচরিত ১০:৩৪-৩৫

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
রেজা: ফা: চার্লস জে ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,
ফোন: ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬ ফ্যাক্স: ৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল: cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.cccul.com,
অনলাইন নিউজ: www.dhakacreditnews.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com

ঢাকা ক্রেডিটের (নন্দা) বিউটি পার্লার ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা"-এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ক্রেডিটের (নন্দা) বিউটি পার্লার ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। ট্রেনিং সেন্টারের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

* স্বনাম ধন্য বিউটিশিয়ান দ্বারা প্রশিক্ষণ
* কোর্স সমাপ্তির পর সার্টিফিকেট প্রদান
* স্বল্প মূল্যে প্রশিক্ষণ
* সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুৎ ও লিফট সুবিধা
* ঋণ সুবিধা (ঢাকা ক্রেডিটের সদস্যদের জন্য)
* যোগ্য প্রার্থীদের স্কলারশীপের ব্যবস্থা
* শুধুমাত্র নারীদের জন্য

বিস্তারিত জানার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নলিখিত ঠিকানা বা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।
ঢাকা ক্রেডিট (নন্দা) বিউটি পার্লার ট্রেনিং সেন্টারের ঠিকানাঃ

ক-২৯/এ, নন্দা সরকারবাড়ী
গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
০১৯১৭৮৪০৭১৫
০১৭০৯৯৯৩০৯৭
০১৭০৯৯৯৩০৯২
০১৭০৯৮১৫৪০৬

ধন্যবাদান্তে,

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসি ইউ লি:, ঢাকা।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসি ইউ লি:, ঢাকা।

বিপ্র/০৮/২০

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
রেজা: ফা: চার্লস জে ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,
ফোন: ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬ ফ্যাক্স: ৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল: cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.cccul.com,
অনলাইন নিউজ: www.dhakacreditnews.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com

ঢাকা ক্রেডিটের (নন্দা) নারী হোস্টেলে ভর্তি সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা"-এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মীবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ক্রেডিটের নন্দা নারী হোস্টেলে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। **হোস্টেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ:**

* ঢাকা ক্রেডিটের নিজস্ব ভবন।
* অপেক্ষাকৃত কম খরচ।
* প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী গার্ডের ব্যবস্থা।
* সার্বক্ষণিক লিফ্ট, বিদ্যুত ও পানির সুবিধা।
* বিদ্যুতের অবর্তমানে জেনারেটর সুবিধা।
* মনোরম পরিবেশ।
* উন্নতমানের খাবার।
* প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান।

বিস্তারিত জানার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নলিখিত ঠিকানা বা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

ঢাকা ক্রেডিট (নন্দা) নারী হোস্টেলের ঠিকানা ঃ

ক-২৯/এ, নন্দা সরকারবাড়ী
গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
০১৬৭৪১১০৯৬৪
০১৭০৯৯৯৩০৯২
০১৭০৯৮১৫৪০৬

ধন্যবাদান্তে,

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসি ইউ লি:, ঢাকা।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসি ইউ লি:, ঢাকা।

বিপ্র/০৬/২০

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১২ - ১৮ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১২ রবিবার, জানুয়ারি
প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান পর্ব
পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ, মহিমাস্তোত্র, বিশ্বাসমন্ত্র, পর্বদিনের ধন্যবাদিকা স্তুতি
ইসাইয়া ৪২: ১-৪, ৬-৭, সাম ২৯: ১-৪, ৯-১০, শিষ্যচরিত ১০: ৩৪-৩৮, মথি ৩: ১৩-১৭

১৩ সোমবার, জানুয়ারি
সাধু হিলারী, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
১ সামুয়েল ১: ১-৮, সাম ১১৬: ১২-১৪, ১৭-১৯, মার্ক ১: ১৪-২০

১৪ মঙ্গলবার, জানুয়ারি
১ সামুয়েল ১: ৯-২০, সাম (১ সামুয়েল ২: ১, ৪-৮ আন্নার গীতিকা), মার্ক ১: ২১খ-২৮

১৫ বুধবার, জানুয়ারি
১ সামুয়েল ৩: ১-১০, ১৯-২০, সাম ৪০: ১, ৪, ৬-৯, মার্ক ১: ২৯-৩৯

১৬ বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি
১ সামুয়েল ৪: ১-১১, সাম ৪৪: ৯-১০, ১৩-১৪, ২৩-২৪, মার্ক ১: ৪০-৪৫

১৭ শুক্রবার, জানুয়ারি
সাধু আন্তনি, মঠাধ্যক্ষ, স্মরণ দিবস
১ সামুয়েল ৮: ৪-৭, ১০-২২ক, সাম ৮৯: ১৫-১৮, মার্ক ২: ১-১২

১৮ শনিবার, জানুয়ারি
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
১ সামুয়েল ৯: ১-৪, ১৭-১৯, ১০: ১ক, সাম ২১: ১-৬, মার্ক ২: ১৩-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১২ রবিবার, জানুয়ারি
+ ২০১০ সিস্টার মেরী বন্দনা এসএমআরএ (ঢাকা)
১৩ সোমবার, জানুয়ারি
+ ১৯৮২ সিস্টার এম. অ্যালুইস স্মিথ সিএসসি
১৪ মঙ্গলবার, জানুয়ারি
+ ১৯২৪ ফাদার লুইজি মেলেরা পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৫৯ ফাদার ওমের দেরসে সিএসসি (চট্টগ্রাম)
১৫ বুধবার, জানুয়ারি
+ ১৯৫০ সিস্টার ক্যাথরিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফাদার রেমণ্ড বভিন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
১৬ বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি
+ ১৮৬৬ ফাদার পাওলো মউরি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৬৪ ফাদার রিচার্ড নোভাক, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার যোসেফ কচুভেলিকাকাম (ঢাকা)
১৭ শুক্রবার, জানুয়ারি
+ ১৯৩৮ ব্রাদার ভিটাল সিএসসি
+ ১৯৮১ সিস্টার এম. অবার্ট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী পলিন এসএমআরএ (ঢাকা)
১৮ শনিবার, জানুয়ারি
+ ১৯৪৬ সিস্টার এম. রুডলফ আরএনডিএম
+ ১৯৭৭ সিস্টার মেরী ফ্রান্সিস পিসিপিআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী ম্যাগডেলিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার ডসলভানো গারেল্লো এসএক্স (খুলনা)

স্বর্গীয় উপাসনায় অনুষ্ঠাতাবৃন্দ

১১৩৭: সাধু যোহনের প্রত্যাদেশগ্রন্থ, যা খ্রিস্টমণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক উপাসনায় পাঠ করা হয়, তা আমাদের নিকট প্রথমতঃ প্রকাশ করে যে, "স্বর্গে একটা সিংহাসন বসানো রয়েছে, আর সেই সিংহাসনে কে যেন একজন সমাসীন": তিনি "প্রভু পরমেশ্বর"। এই গ্রন্থ অতঃপর দেখায় "সেখানে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে যেন বধ করা হয়েছে": তিনি ক্রুশার্পিত ও পুনরুত্থিত খ্রিস্ট, যিনি সত্যিকার পুণ্যস্থানের একমাত্র মহাযাজক; সেই একই মহাযাজক; "যিনি নৈবেদ্য অর্পণ করেন এবং নৈবেদ্যরূপে অর্পিত হন, যিনি দেন এবং যাঁকে দেয়া হয়।" গ্রন্থটি সবশেষে উপস্থাপন করে "জীবন-জলের নদী...যা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত, "পবিত্র আত্মার প্রতীকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর প্রতীক।

১১৩৮: "খ্রিস্টেসংস্থিত" হয়ে এরাই ঈশ্বরের নিকট স্তুতি নিবেদনে ও তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে: স্বর্গালোকের শক্তিসমূহ, সমগ্র সৃষ্টি (চারটি জীবিত প্রাণী), প্রাক্তন ও নব সন্ধির সেবকগণ (চব্বিশ জন প্রবীণ), ঈশ্বরের নূতন জনগণ (একশত চুয়াল্লিশ হাজার) বিশেষতঃ সাক্ষ্যমরগণ যাদেরকে "ঈশ্বরের বাণীর জন্য হত্যা করা হয়েছিল", এবং ঈশ্বরের পরম পবিত্র মাতা (নারী), মেষশাবকের নববধূ, এবং পরিশেষে "প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার বিরাট এক জনতা যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

১১৩৯ : এই সেই চিরকালীন উপাসনা যেখানে অংশগ্রহণ করতে পবিত্র আত্মা ও খ্রিস্টমণ্ডলী আমাদের সামর্থ দান করেন যখনই সংস্কারাদির অনুষ্ঠানে আমরা পরিত্রাণ-রহস্য উদ্‌যাপন করি।

সংস্কারীয় উপাসনার অনুষ্ঠাতাবৃন্দ

১১৪০ : পুরো খ্রিস্টীয় সমাজটাই অর্থাৎ মস্তকের সঙ্গে যুক্ত খ্রিস্টের দেহটাই উপাসনা-অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। "উপাসনা-অনুষ্ঠানগুলো একান্ত ব্যক্তিগত কোন অনুষ্ঠান নয়, বরং 'একতার সংস্কারস্বরূপ' খ্রিস্টমণ্ডলীর, অর্থাৎ 'বিশপ কর্তৃক মিলিত ও সুবিন্যস্ত পবিত্র জনগণের" উৎসব অনুষ্ঠান। অতএব উপাসনা-অনুষ্ঠানাদি খ্রিস্টমণ্ডলীর সম্পূর্ণ দেহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত এগুলো খ্রিস্টমণ্ডলীকে প্রকাশ করে এবং এদের কার্যকর প্রভাব খ্রিস্টনমণ্ডলীতে এসে পড়ে। কিন্তু এগুলো আবার খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রত্যেকটি সদস্যকে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত করে, যার উপর নির্ভর করে তাদের পদ, উপাসনা-অনুষ্ঠানে তাদের ভূমিকা ও উপাসনায় তাদের সত্যিকার অংশগ্রহণ।" এজন্য "যে সমস্ত অনুষ্ঠান সমবেতভাবে তথা জনগণের উপস্থিতিতে ও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণসহ হবার কথা, সেগুলো এককভাবে বা প্রায় ব্যক্তিগতভাবে না ক'রে যতদূর সম্ভব সমবেতভাবে যেন করা হয় সেদিকে জোর দিতে হবে।"

তীর্থ উৎসব!! তীর্থ উৎসব!! তীর্থ উৎসব!!!

দিয়াং মরিয়ম আশ্রম মা-মারীয়ার তীর্থোৎসব - ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মূলসুর : খ্রিস্টীয় পরিচয়ে মারীয়া আমাদের সহায় ।
স্থান : মরিয়ম আশ্রম দিয়াং, চট্টগ্রাম ।
তারিখ : ফেব্রুয়ারি ১৩-১৪, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ; রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ।

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধেয় ফাদারগণ, সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ ও খ্রিস্টভক্ত ভাইবোনেরা

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আসছে ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের , মরিয়ম আশ্রম দিয়াং-এ মা-মারীয়ার বার্ষিক তীর্থোৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে । আপনি/আপনারা মা-মারীয়ার তীর্থ মহা-উৎসবে যোগদান করে মা-মারীয়ার প্রতি বিশেষ প্রার্থনা, ভক্তি, মানত ও উদ্দেশ্য নিবেদন করে এবং পর্বকর্তা হয়ে নিজের পরিবারের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে বিশেষ খ্রিস্টযাগ নিবেদন করতে পারবেন । উক্ত তীর্থ-উৎসবে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত ।

যারা দূর-দূরান্ত থেকে আগের দিন আসতে চান তাদের জন্য ৩০ টাকা শুভেচ্ছা মূল্যে দুপুর ও রাতে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

***** পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ১০০০ টাকা মাত্র ।**

তীর্থের অনুষ্ঠান সূচি

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ; বৃহস্পতিবার:
বিকাল ৪:০০ মি. : পবিত্র খ্রিস্টযাগ
রাত ৮:৩০ মি. : পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, নিরাময় ও পুনর্মিলন অনুষ্ঠান
রাত ৯:৩০ মি. : মা-মারীয়ার প্রতি ভক্তি অনুষ্ঠান শোভাযাত্রা ও রোজারী মালা)
১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ; শুক্রবার: সকাল ৯:৩০ মিনিট মহা-খ্রিস্টযাগ

বি: দ্র: তীর্থ বিষয়ক যেকোন প্রয়োজনে তীর্থ কমিটির সমন্বয়কারী ব্রাদার রিংকু লরেন্স কস্তা, সিএসসি ও ব্রাদার লিনুস রোজারিও, সিএসসি-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে ।

মোবাইল: ০১৭৪৯৪১৪৬৮০, ০১৭৩২০৭৩১১৬

বিপ/০৪/২০

১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ

সময়ের ধারাবাহিকতায় বছর ঘুরে এলো বেদনা বিধূর ১৩ জানুয়ারি, যেদিন তুমি এ জগৎ সংসারের মোহ-মায়া ত্যাগ করে স্বর্গীয় পিতার কোলে স্থান করে নিয়েছ । এই দিনটিতে আমরা শ্রদ্ধাভরে ও শোকার্ত চিত্তে তোমাকে স্মরণ করি । প্রতি মুহূর্তে, প্রতিক্ষণে তোমার শূন্যতা আমাদের ভীষণ কষ্ট দেয় । তোমার সরলতা, নিরলস সমাজসেবা ধর্মময়তার স্মৃতিগুলো আমাদের আজও কাঁদায় । তবে এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে তুমি পরম পিতার ভালবাসার আশ্রয়ে আছো ।

স্বর্গধামে থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমার দেখানো আদর্শ পথে আমরা চলতে পারি। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন ।

প্রয়াত ডানিয়েল কোড়াইয়া

জন্ম : ৩১-০৩-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৩-০১-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

শোকাহত পরিবার

মল্লিকা কোড়াইয়া
ছেলে-ছেলে বৌ: শুভ্র - শিউলি, নোয়েল - মৌ, যোয়েল - মিতা
নাতি-নাতনী: সৌম্য, সৌগত, রূপকথা, রংধনু, মুগ্ধ ও মহার্ঘ
৩৪ নং পূর্ব তেজতুরী বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা - ১২

বিপ/০৩/২০

শান্তির শিল্পী হওয়ার আহ্বান

ফাদার সুনীল রোজারিও

কাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা পোপ প্রতি বছর ১ জানুয়ারি, বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে শান্তির বাণী দিয়ে থাকেন। সেই ঐতিহ্য রেখে, পোপ ফ্রান্সিস ২০২০ খ্রিস্টাব্দের শান্তি দিবস উপলক্ষে তাঁর বাণী দিয়েছেন। পোপের বিশ্ব শান্তি দিবসের বাণীর সারকথা ও আলোচনা তুলে ধরা হলো।

পোপ ফ্রান্সিস ৫৩তম বিশ্ব শান্তি দিবসের বাণী শুরু করেন, শান্তির বাণী দিয়েই। তিনি বলেন, আশাই আমাদের শান্তির পথে ধরে রাখে। অন্যদিকে, অবিশ্বাস ও ভয় সম্পর্ক দুর্বল করে- সেই সাথে সহিংসতার ঝুঁকি তৈরি করে। পোপ অনুরোধ করছেন- শান্তির শিল্পী হওয়ার জন্যে, যেন পুনর্মিলনের আলোকে সংলাপ স্থাপন ক'রে পরিবেশ দূষণমুক্তের যাত্রায় জীবনকে নতুনরূপে দেখার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়। আশাই আমাদের সামনে চলার পথ দেখায়। অন্যদিকে মানব ইতিহাস থেকে জন্ম নেওয়া যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ এখনো দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে দুঃখ ও অন্যায্যতাকেই উৎসাহিত করে তুলছে।

একমাত্র ভ্রাতৃপ্রেম মানবতার সহজাত আহ্বান হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে ভ্রাতৃপ্রেমের বদলে দেখা যায় লাগাতারভাবে নিজ স্বার্থ-সাধন, দুর্নীতি সেই সাথে ঘৃণা, যা সহিংসতা সৃষ্টি করছে। প্রতিদিনই নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মর্যাদা, স্বাধীনতা, সহমর্মিতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যতের আশা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। পোপের ভাষায়, প্রতিটি যুদ্ধ ভ্রাতৃহত্যার শামিল এবং যা মানব পরিবারের সহজাত ভালোবাসার আহ্বানকে বিনষ্ট করে।

যুদ্ধ কেনো হয়? প্রায়ই দেখা যায়, মানব সমাজ বা অন্য জাতির মধ্যে যে বৈচিত্রতা রয়েছে সেটাকে সম্মান দেখানোর পরিবর্তে নিজের মধ্যে আত্ম-গরিমা, স্বার্থপরতা ও হিংসা-ঘৃণা জমতে থাকে, সেটাই একসময় যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। ভ্রাতৃপ্রেম সম্পর্কে পোপ বলেন, ভ্রাতৃপ্রেমই মানুষকে সংলাপ ও পারস্পরিক বিশ্বাসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্যদিকে অবিশ্বাস মানুষের সাথে মানুষের বন্ধন দুর্বল ক'রে- সবল করে

তোলে সহিংসতা এবং যা একসময় মানব সম্পর্ক ও শান্তিকে কলুষিত করার পথে এগিয়ে দেয়। পোপ মনে করেন, আজকে মানুষে-মানুষে যে অবিশ্বাস তা মোচন করা সম্ভব- কেবলমাত্র উত্তম ভ্রাতৃপ্রেম এবং একই ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট জীব হিসেবে আস্থা রেখে, সংলাপ ও বিশ্বাসের চর্চা করার মধ্যদিয়ে। তিনি বলেন, মানুষকে আন্তরিকভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, শান্তির তাগিদটা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের গভীরে বিদ্যমান। সুতরাং শান্তি স্থাপনের আবেদন থেকে নিজেকে কিছুতেই প্রত্যাহার করে নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারে না। এইসব ক্ষেত্রে অতীত থেকেও মানুষকে শিক্ষা নিতে হবে। পোপ বলেন, পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাত থেকে যারা বেঁচে গেছেন, তারা শান্তি স্থাপনের জন্য আজও স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছেন। অনেক ক্ষেত্রে অতীত হয়ে যাওয়া ঘটনা থেকে উদ্ভূত অভিজ্ঞতার ফল বর্তমান এবং ভবিষ্যতের শান্তির বাহক হয়ে ওঠে।

পোপ ফ্রান্সিস মনে করেন, বিশ্বে শান্তি স্থাপনের যাত্রাটা; মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, মানুষের নিজস্ব আগ্রহ, সমাজ ও জাতির কারণে আরো জটিল ও সংঘাতময় হয়ে উঠছে। শান্তির তাগিদটা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের গভীরে বিদ্যমান, পোপ বিষয়টি আবার উল্লেখ করে বলেন, মানুষের মধ্যে যে রাজনৈতিক ইচ্ছা রয়েছে তারও নবায়ন দরকার, যেনো মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, নতুনভাবে পুনর্মিলন ঘটে। পোপ প্রতিটি মানুষকে শান্তির শিল্পী হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়ে, সম্মিলিতভাবে শান্তির পথে, সবার স্বার্থে এবং বিরামহীনভাবে সামনে চলার অনুরোধ করেন। তাঁর মতে, "আমাদের পক্ষে সত্যিকার অর্থে শান্তিলাভ সম্ভব নয়, যতক্ষণ নারী-পুরুষ সংলাপের মধ্যদিয়ে, শুধুমাত্র অলীক ধারণা ও নানাবিধ মতামতের উর্ধ্বে পৌছাতে না পারেন।" আজকের বিশ্বে শুধুমাত্র কথার প্রয়োজন নেই- প্রয়োজন শান্তির দূত, সাক্ষ্যদাতা, যারা নিজ স্বার্থ-সাধন পরিহার ক'রে সংলাপ শুরু করতে পারেন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের দেওয়া যে নানাবিধ সামর্থ রয়েছে, মানুষকে সেই সামর্থ দিয়েই শান্তি স্থাপনের যাত্রায় শামিল হতে হবে।

পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে পোপ তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে বলেন যে, মানুষকে পরিবেশবান্ধব হতে হবে। আজকে প্রকৃতির মধ্যে যেসব বৈরী স্বভাব দেখা যায় তার সমস্ত কারণ- মানুষের কারণে। আমাদের ক্ষণকালীন লোভ-লাভের কারণে, প্রকৃতির সম্পদকে দূষিত ক'রে নিজের ঘরকেই দূষিত করে তুলছি। পোপ আমাজন সিনোদ উল্লেখ করে বলেন, "ভূমির সঙ্গে মানবগোষ্ঠীর থাকতে হবে একটি শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক, একটা অতীত-বর্তমান সম্পর্ক, অভিজ্ঞতা ও আশার সম্পর্ক।"

পোপ, শুভ-চিন্তার নারী-পুরুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, আপনারা "নিজের অন্তর থেকে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারলাভ থেকে দূরে থাকুন, বরং ঈশ্বরের সন্তান ভেবে সবাইকে ভাই-বোন হিসেবে গ্রহণ করুন।" তিনি বলেন, পিতা ঈশ্বরের দেওয়া মহান কৃপা মানুষের মধ্যে রয়েছে, যে কৃপার দ্বারা মানুষ স্বার্থহীন ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, একে অন্যের জন্য শান্তি উৎসর্গ করতে পারেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পবিত্র আত্মা সেভাবেই অনুপ্রেরণা দান করে থাকেন, যাতে আমরা শান্তির শিল্পী হয়ে ওঠতে পারি॥ ❑

মরমীয়া সাধনার আলোকে খ্রিস্টের দেহধারণ নিয়ে অনুধ্যান ও কল্পনা ভিত্তিক প্রার্থনার গুরুত্ব

ফাদার জেরী রেমন্ড গমেজ এসজে

বড়দিনের সময় গোশালা সাজাবার প্রথাটির শুরুটা কেমন ছিল? আসিসির সাধু ফ্রান্সিস ইতালির গ্রেচো নামক ছোট শহরে ১২২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বরে পদার্পণ করেন। বড়দিনের ১৫দিন আগে

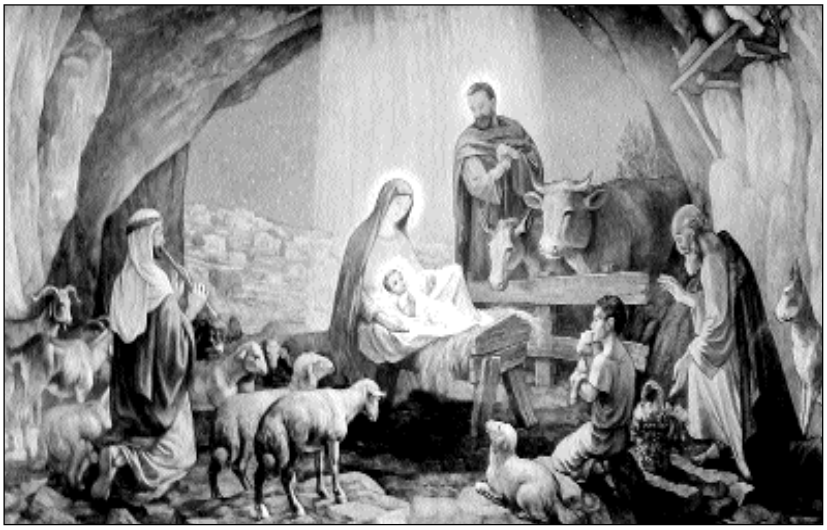

বেৎলেহেমের গোশালায় শিশু যিশুর দুঃখ-কষ্ট কল্পনায় আবার যাপন করার জন্য যোহন নামে স্থানীয় এক ভক্তকে একটি গোশালা তৈরি করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। ১২২৩ খ্রিস্টাব্দের এই ঘটনাটি সামনে রেখে মহামান্য পোপ বলেন (২০১৯) যে, সাধু ফ্রান্সিস অনুপ্রাণিত গোশালাটার যাবপাত্রটি ছিল খড়ে পূর্ণ। সেখানে ছিল না কোন মূর্তি। সেই গোশালায় রাখা ছিল শুধু একটা গাঁধা ও একটা বলদ। ২৫ ডিসেম্বরের পবিত্র রাতে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস সেই শহরে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। চারিধার মোমবাতির আলো দ্বারা ছিল প্রজ্বলিত। সাধু ফ্রান্সিসসহ উপস্থিত ভক্তরা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন যাবপাত্রে শায়িত আছেন স্বয়ং শিশু যিশু। উপস্থিত সবাই সেদিন শিশু যিশুর দর্শন পেয়েছিলেন। পরে আনন্দিত মনে সবাই বাড়ি ফিরে যান হৃদয়ে শিশু যিশুকে ধারণ করে। শিশু যিশু আমাদের দেখা দেন না কেন? আমরা কি যাবপাত্রে শায়িত শিশু যিশুর দুঃখ-কষ্ট কল্পনায় আবার যাপন করার কোন উদ্যোগ নিয়েছি?

এ প্রসঙ্গে পোপ ফ্রান্সিস বলেন (২০১৯) যে, যিনি স্বর্গ থেকে রুটি হয়ে নেমে আসেন, তাঁর প্রথম বিছানাটা ছিল খড়ে ঘেরা এক বিছানা। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের শিক্ষা ও গোশালা সাজাবার সরল ও খাঁটি বিশ্বাসভঙ্গি আজও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। উন্মুক্ত হৃদয়ের জন্য আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি যেন আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। প্রিয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তিনি আমাদের ভালবেসে আমাদের সাথে সব কিছু সহভাগিতা করেন। তিনি আমাদের কখনো ফেলে রেখে চলে যান না। পোপ ফ্রান্সিস গোশালা সাজাবার প্রসঙ্গে কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে আরো সৃষ্টিশীল হতে আহ্বান ও উৎসাহিত করেন। আমাদের সাজানো গোশালায় আমরা কাদের স্থান দিই?

ধ্যান/অনুধ্যান/রূপ-চিন্তন ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। তবে আমি সেই অনুধ্যানের বিষয়ে আগ্রহী, যে অনুধ্যানে ঈশ্বর সক্রিয় হয়ে ওঠেন। আমি সেই অনুধ্যানের বিষয়ে আগ্রহী, যে অনুধ্যান ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে আমাদের সাহায্য করে। ঈশ্বর আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। মানুষ পারে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে। নির্জন ধ্যান-সাধকদের প্রতিপালক ও জেজুইট সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইগ্নাসিয়াস লয়োলা, ও একবিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম ঐশতত্ত্ববিদ ও একজন জেজুইট ফাদার কার্ল রানারও তাই মনে করেন। মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসও (প্রথম জেজুইট পোপ) জেজুইট আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত একজন সেবক।

লয়োলার সাধু ইগ্নাসিয়াস তাঁর 'অধ্যাত্ম-সাধনা' গ্রন্থে কল্পনা ভিত্তিক প্রার্থনার সুপারিশ করেছেন। ইগ্নেসিয় অনুধ্যান ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপিয় নবজাগরণের যুগে মাতা মণ্ডলীর ভিতর থেকে এক গভীর আধ্যাত্মিক জাগরণের সূচনা করেছিলেন সাধু ইগ্নাসিয়াস। সেই সময় ঈশ্বর সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো না। সেই কট্টর ও রক্ষণশীল যুগে লয়োলার সাধু ইগ্নাসিয়াস সাহসের সাথে বলেছেন যে, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। মাতা মণ্ডলীর বিভিন্ন মহলের কর্তৃপক্ষ তাঁর কিছু চিন্তা-ভাবনা প্রথম দিকে গ্রহণ করতে অনীহা জানায়। তবে মাতামণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ সেই চিন্তা-ভাবনাগুলো ধীরে ধীরে গ্রহণ করে ও সাধু ইগ্নাসিয়াসকে নির্জন ধ্যান-সাধকদের প্রতিপালকের উপাধি প্রদান করেন। বর্তমানে আমরা যতটা সহজে বলতে পারি যে, ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা করা সম্ভব, আগের দিনে এই কথাটা ততটা সহজে বলতে পারতাম না।

সাধু ইগ্নাসিয়াস লয়োলা তাঁর কল্পনা শক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন। আধ্যাত্মিক রূপান্তরের পর তিনি তাঁর কল্পনা শক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য। তিনি লাগামহীন দিবাস্বপ্নের নেতিবাচক দিক সম্পর্কেও সচেতন হয়ে ওঠেন। আধ্যাত্মিক রূপান্তরের আগে যৌবনকালে তিনি সেনাপতি হবার স্বপ্ন দেখেন ও স্বপ্নের রাজকন্যাকে খুশী করার জন্য দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকতেন। রাজ পরিবারের বিবিধ কামনা-বাসনা দ্বারা চালিত ও তাড়িত হতে চাইতেন ইগ্নাসিয়াস। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে এক যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন ও লয়োলা দুর্গে বেশ কয়েক মাস শয্যাবন্দী থাকেন। কর্মহীন ও শয্যাবন্দী অবস্থায় তিনি যিশু খ্রিস্টের ও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী পড়তে শুরু করেন। ঘটে আধ্যাত্মিক

রূপান্তর। এই রূপান্তরের জন্য তাঁর কল্পনা শক্তি এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। আর এভাবে তিনি কল্পনায় খ্রিস্টের প্রতি এবং সাধু-সাধ্বীদের শৌর্যপূর্ণ আদর্শের প্রতি এক সুনিবিড় আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেন।

৬২ বছর বয়সে সাধু ইগ্নাসিয়াস ফেলে আসা দিনগুলির উপর ধ্যান করে বুঝেছিলেন যে, সংঘর্ষপূর্ণ সময়ে দুই ধরণের চিন্তা-ভাবনা তাঁর মনে আনাগোনা করছিল। একদিকে মান-যশ-খ্যাতি পাওয়া, সকলের চোখে গণ্যমান্য হয়ে ওঠা। অন্যদিকে নগ্ন পায়ে জেরুসালেমে যাওয়া, উপোস করা, প্রায়শ্চিত্ত করা, আর যিশুর মত দরিদ্রতা, নিঃস্বতা, আনুগত্য ও নম্রতার পথ অনুসরণ করা। দুই ধরণের ইচ্ছাই তাঁর মনে আনন্দ জাগাতো। কিন্তু প্রথম ধারার আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী থাকতো না। তা বিষাদে পরিণত হতো। এই ধারাকে তিনি আধ্যাত্মিক বিষাদ বলেছেন। আর দ্বিতীয় ধারার আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হতো। এই ধারাকে তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দ বলেছেন। আধ্যাত্মিক বিষাদের কারণে চিত্ত সুপ্ত, নিরুৎসাহিত ও উদাস হয়। যার কারণে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। অপর পক্ষে আধ্যাত্মিক আনন্দ চিত্তকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের মুক্ত করে। আমাদের মধ্যে শান্তি নিয়ে আসে।

ঈশ্বর আমাদের কল্পনাশক্তি দিয়েছেন যাতে আমরা তা ব্যবহার করি তাঁর মহত্বর মহিমার জন্য। কল্পনাশক্তি ব্যবহারের ফলে আমাদের মধ্যে জাগে ঈশ্বর উপলব্ধি। আমাদের কল্পলোকের মধ্যে রয়েছে শক্তির এক অভাবিত এবং পরিপূর্ণ উৎস। একজন সাধক কল্পনাভিত্তিক প্রার্থনার সময় কল্পনায় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ফিরে যান। ফিরে যান খ্রিস্টের জীবনের বিভিন্ন ঘটনায়। শুধু কোন জায়গায় ফিরে আসেন না, সেই সঙ্গে সাধকের মধ্যে ফিরে আসে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তখনকার বাস্তব মানসিক অনুভূতিগুলোও। বর্তমান আর কল্পনার অতীতের মধ্যে বার বার যাওয়া-আসা করতে করতে কল্পনার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে কিছু সদর্থক স্মৃতি তাঁর বহন করে নিয়ে আসেন। কল্পলোক জগতে সরে যাওয়া মানে বর্তমান থেকে পালিয়ে আসা নয়। বরং এর ফলে সাধকেরা কল্পলোক জগতে সরে গিয়ে তাঁর বাস্তব সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিকে করে তোলে আরো তীক্ষ্ণ। সার্থকভাবে কল্পলোক সৃষ্টি করতে হলে গভীর নির্জনতায় আত্মস্থ হতে হয়। কল্পনা ভিত্তিক প্রার্থনার অনুশীলনের ফলে সাধকের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি জন্মায় না, তাঁরা স্বপ্নবিলাসী হয়ে ওঠেন না। তবে দিবাস্বপ্ন তখনই বিপদজ্জনক হয় যখন একজন সাধক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ সত্য ও কল্পলোকের সত্যেকে এক করে ফেলেন। দিবাস্বপ্ন তখনই বিপদজ্জনক হয় যখন একজন সাধক কল্পলোকের দরজা খোলা কিংবা বন্ধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

প্রার্থনার জন্য দরকার যথোপযোগী জায়গা। দরকার কল্পনায় যথোপযোগী জায়গা গড়ে তোলা। কল্পনায় সাধু ইগ্নাসিয়াস লয়োলা তাই "পরিবেশ কল্পনা"-ও উপর জোর দেন। এর মানে হচ্ছে, যে ঘটনা নিয়ে আমরা অনুধ্যানে রত হই, সেই ঘটনা আসলে যেখানে ঘটেছিল, সেই জায়গাটাকে মনে মনে গড়ে তোলা। শুধু স্থান রচনা নয়, স্থানটিকে দেখে রচনা করা। কল্পনায় জায়গাটাকে চাক্ষুষ করে নিজেকে গড়ে তুলতে হয় সেই পরিবেশে। কল্পনা ভিত্তিক প্রার্থনার অনুশীলনের ফলে একজন সাধক কোলাহলপূর্ণ পরিবেশেও শান্তির নিলয় গড়ে তোলেন। মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য, হীনতাবোধ থেকে উত্তরণের জন্য ও ক্ষতের নিরাময়ের জন্য কল্পনা ভিত্তিক প্রার্থনার বিকল্প নেই বললেই চলে।

সাধু ইগ্নাসিয়াস লয়োলা কল্পনাভিত্তিক প্রার্থনার সুপারিশ করেছেন। এর জন্য দরকার খ্রিস্টের জীবনের কোন ঘটনা বেছে নিয়ে তাকে পুনরানুষ্ঠিত করা। ঘটনাটা যে প্রকৃতই ঘটছে- এ ধারণা নিয়ে তাতে নিজে শামিল হওয়া। প্রার্থনার সময় সেই ঘটনা নিজের জীবনের অংশ হয়ে যায়। এর ফলে লৌকিক সত্যের উর্ধ্বে ওঠে অলৌকিকের মধ্যে যে সত্য রহস্যাবৃত থাকে সেই সত্য সাধকরা উন্মোচন করতে শেখে।

"সাধনা" গ্রন্থের রচয়িতা ফাদার অ্যান্টনী দ্য মেল্লো এসজের মতে, "আসিসির ফ্রান্সিস যখন নিজের মর্মের জগতে যিশুকে পরম যত্নে ক্রুশ থেকে নামিয়ে ছিলেন, তখন এ কথা নিশ্চয়ই তাঁর অজানা ছিল না যে, যিশুর পুনর্বার মৃত্যু ঘটেনি এবং তিনি আর ক্রুশলগ্ন নন; জানতেন যে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটা অতীত ইতিহাস। পাদুয়ার আন্তনী যখন শিশু যিশুকে দু'হাতে তুলে নেন আর তাঁর ছোঁয়া পেয়ে পরম আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন, তখন নিশ্চয়ই একথা তাঁর মনে ছিল - বিশেষ করে তাঁর মতো মণ্ডলীর একজন আচার্যের পক্ষে তো বটেই - নিশ্চয়ই মনে ছিল যে, যিশু এখন আর হাতে করে তুলে নেবার মতো ছোট্টটি নেই। তবুও এইসব মহান সাধুরা এবং অনেকেই এই ধরনের অনুধ্যানের অনুষ্ঠান করে থাকেন; এবং নিজের জীবনের অঙ্গীভূত এইসব প্রতিমূর্তি এবং এইসব কাল্পনিক ঘটনার তলে-তলে গভীর এবং রহস্যময় আরও কিছু ঘটে যেত তাঁদের মর্মস্থলে; এবং খ্রিস্টের মধ্যে দিয়ে গভীর বন্ধনে তাঁরা বাঁধা পড়তেন ঈশ্বরের সঙ্গে। ঠিক সেই রকম, আভিলার তেরেসা নির্দ্ধিধায় জানাতে পারলেন যে, উদ্যানের মধ্যে সেই কষ্টকর যন্ত্রণাভোগের সময়ে খ্রিস্টের সান্নিধ্য উপলব্ধি করাটাই তাঁর সবচেয়ে কাম্য অনুধ্যান।"

সন্ন্যাসব্রতীদের নিঃসঙ্কোচে আহ্বান জানান সাধু ইগ্নাসিয়াস লয়োলা যেন তারা আহ্লাদ সহকারে মেরী ও যোসেফের ভৃত্যজ্ঞান করে বেথ্‌লেহেমের যাত্রাপথে তাঁদের সঙ্গ নিতে, তাঁদের সেবা করতে এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে, আর এই সব আচরণ থেকে উপকৃত ও লাভবান হতে। ভৌগলিক যথার্থ নিয়ে সাধু ইগ্নাসিয়াসের মাথাব্যথা নেই। সাধনব্রতীরা যেন নিজেদের মতো করে সৃষ্টি করে নিতে পারে আলাদা এক বেথলেহেম, আলাদা এক নাজারেথ, বেথলেহেমের আলাদা এক রাস্তা, আলাদা এক কন্দরে খ্রিস্টের জন্মস্থান, ইত্যাদি। এভাবে প্রার্থনা করার জন্য দরকার শিশুসুলভ মনোভাব। ফাদার অ্যান্টনী দ্য মেল্লো বলেন যে, শিশুসুলভ সরল কল্পনার দৌলতে আমরা এমন এক সত্যের সন্ধান পাবো, যা কল্পজগতের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। সেই সত্য রহস্যে ঘেরা অন্তর্লীন গুঢ় সত্য, তা মরমীয়া উপলব্ধির সত্য।

খ্রিস্টের দেহধারণ ও জন্ম নিয়ে অনুধ্যানের উপর এখন আলোচনা করা যেতে পারে। আধ্যাত্ম সাধক ও জেজুইট সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইগ্নাসিয়াস লয়োলা তাঁর সাড়া জাগানো বই 'আধ্যাত্ম-সাধনা'য় ব্যক্ত করেছেন যে, ঈশ্বরপুত্রের মানব দেহধারণের মধ্য দিয়ে কিভাবে ত্রি-ব্যক্তি পরমেশ্বর মানব জাতির প্রতি তাঁদের গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। পাপময় জগতের নারকীয় অবস্থা ও নিজেদের প্রতিমূর্তিতে গড়া অধিকাংশ মানুষকে মৃত্যুর পরে নরকে যেতে দেখে তাঁদের মন করুণায় ভরে ওঠেছিল। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পুত্র ঈশ্বর মর্তে নেমে আসবেন এই পতিত মানবজাতিকে উদ্ধার করতে।

"বাড়িতে নির্জন ধ্যান-সাধনা" বইয়ের সংকলক, দিলীপ গমেজ বলেন যে, সাধু ইগ্নাসিয়াস লয়োলা যিশুর জন্ম নিয়ে ধ্যানের জন্য সাধনব্রতীদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় প্রয়োগ করার সুপারিশ করেন। মনের চোখ দিয়ে খ্রিস্টের দেহধারণ ও যিশুর জন্মের পুরো ঘটনাটি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখব। দেখব ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা কিভাবে এই বিশাল পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁরা তাকিয়ে দেখছেন সমগ্র মানবজাতিকে - প্রত্যেকটি মানুষকে। তাঁরা দেখছেন মানুষেরা কে কি করছে। মনের চোখে দেখব কিভাবে ঐশ-ত্রিব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে, পুত্র ঈশ্বর মানবজাতির কাছে নিজেকে একান্তভাবে দান করবেন, এবং এই পতিত মানবজাতিকে উদ্ধার করতে তিনি মর্তে নেমে আসবেন। কল্পনায় দেখব

কিভাবে স্বর্গদূত গাব্রিয়েল নাজারেথের কুমারী মারীয়ার ঘরে আসছেন, কিভাবে মারীয়া তাঁর সাথে আলাপ করছেন, কিভাবে মারীয়া স্বামী যোসেফের সাথে গাধার পিঠে চড়ে বেথলেহেম চলেছেন, কিভাবে পশুর শুহায় আশ্রয় নিচ্ছেন, কিভাবে দ্বিতীয় ঐশব্যক্তি যিশু মানব-শিশুরূপে জন্ম নিচ্ছেন...ইত্যাদি। মনের কান দিয়ে শুনবো ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর কি বলছেন, কি বলতে চাইছেন, দ্বিতীয় ঐশব্যক্তি কি বলছেন, পৃথিবীতে মানুষেরা কি কি কথাবার্তা বলছে, স্বর্গদূত গাব্রিয়েল কি বলছেন, মারীয়া কি বলছেন, সিজার আগস্তাস কি বলছেন, সৈন্যেরা কি বলছে, যোসেফ কি বলছেন, লোকেরা কি বলছে, সদ্যজাত শিশু কি বলছে...ইত্যাদি। কল্পনায় গন্ধ শুকবো ও স্বাদ নেব। গড়িমার পোষাক পরা ঐশ ত্রিব্যক্তির, স্বর্গদূতের, মা মারীয়ার, সাধু যোসেফের ও নবজাত যিশুর মিষ্টি-মধুর সৌরভের গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করব ও তাদের মাধুর্য আস্বাদন করব। কল্পনায় স্পর্শ করব। যে যে ঐশ ব্যক্তির দর্শন পেয়েছি, তাঁদের পোষাক ছোঁয়ার চেষ্টা করব; তাঁদের পোষাক বা হাত চুম্বন করব; তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই জায়গাটা স্পর্শ করব বা নীচু হয়ে চুম্বন করব।

'অধ্যাত্ম-সাধনা'র নতুন ও সহজ রূপ "বাড়িতে নির্জন ধ্যান-সাধনা" বইয়ে খ্রিস্টের দেহধারণ নিয়ে ধ্যানের বিভিন্ন ধাপের উল্লেখ আছে। ধাপগুলো হল: **১)** ঈশ্বর-সান্নিধ্যবোধ ও আত্মনিবেদন (মনকে একাগ্র করবো। উপলব্ধি করব আমি ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সামনেই বসে আছি। শ্রদ্ধালু ভঙ্গীতে তাঁদের প্রণাম জানাব। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মহিমা-প্রকাশের জন্য ধ্যানের এই পুরো সময়টা উৎসর্গ করব): আত্ম-উৎসর্গের প্রার্থনাটি বলবো এই বলে যে, হে পবিত্র আত্মা, আমার সহায় হও, আমি এখন যা-কিছু করব, যা-কিছু ভাবব, যা-কিছু ইচ্ছা করব, তার সবই যেন ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সেবা ও মহত্তর মহিমা প্রকাশের জন্যই হয়। **২)** অনুগ্রহ যাচনা করবো এই বলে যে, হে পরম পিতা, আমাকে এই বর দাও, আমি যেন তোমার পুত্র যিশুকে নিবিড়ভাবে জানতে পারি, গভীরভাবে ভালবাসতে পারি, ঘনিষ্ঠতরভাবে অনুসরণ করতে পারি। **৩)** বিষয়-বস্তুর প্রস্তাবনা - পরিবেশ কল্পনা (ধ্যানের শুরুতে কল্পনার চোখে এই দৃশ্যগুলি দেখব) **ক)** ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই বিশাল পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁরা তাকিয়ে দেখছেন সমগ্র মানবজাতিকে - প্রত্যেকটি মানুষকে। তাঁরা দেখছেন মানুষেরা কে কি করছে, শুনছেন মানুষেরা কে কি বলছে। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, মানবজাতি সবরকম বিভেদ বিবাদে বিভক্ত হয়ে আছে, নানারকম পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে অনন্ত মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে। **খ)** মনের কান দিয়ে শুনব, মানবজাতির এই ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে ঐশ-ত্রিব্যক্তি পরস্পরকে কি বলছেন - তাঁরা বলছেন যে, পুত্র ঈশ্বর মানবজাতির কাছে নিজেকে একান্ত ভাবে দান করবেন এবং এই পতিত মানবজাতিকে উদ্ধার করতে তিনি মর্তে নেমে আসবেন। **গ)** মনের চোখে এবার দেখব, নাজারেথের কুমারী মারীয়ার ঘরের দৃশ্য। দেখব, স্বর্গদূত গাব্রিয়েল তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি ঐশ-ত্রিব্যক্তির কাছ থেকে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন... ধ্যানের জন্য মনোযোগ দিয়ে পড়ব শাস্ত্রপাঠ, (লুক ১:২৬-৩৮)। পড়তে পড়তে বিবেচনা করব, সমগ্র মানবজাতির জন্য ঐশ-ত্রিব্যক্তি কি অদ্ভুত পরিকল্পনাই না করেছেন। পড়তে পড়তে আরো বিবেচনা করব, ঐশব্যক্তি, ঐশবাণী যিনি, তিনি মানুষকে ভালবেসেই ঐশ-মহিমা ত্যাগ করে মানব-দেহ ধারণ করছেন। **৪)** মনন বা ধ্যান-সাধনা: এরপর শাস্ত্রপারের প্রথম পদটি নেব, পড়ার পর একটু থেমে সেই বিষয়টি নিয়ে মনে মনে গভীরভাবে বিবেচনা করব - এই পদটি আমার জীবনে কতটুকু কার্যকর, তা আমার হৃদয়ে কোন সংশয় জাগাচ্ছে কি না, হৃদয়ে কোন ভাব জাগাচ্ছে কি না! সেই অনুযায়ী ঈশ্বরের প্রশংসায় মুখর হব, তাঁকে ধন্যবাদ জানাব কিংবা তাঁর কাছে ক্ষমার বিনীত আবেদন রাখব। ... পুরোপুরি তৃপ্ত হবার পর, পরের পদটি নেব। এইভাবে এক একটি পদ পর্যালোচনা করে পুরো অংশটি শেষ করব। **৫)** সংলাপ: পরিশেষে, অনেকক্ষণ ধরে মনের গভীরে বিচরণ করব - লক্ষ্য করে দেখব আমার হৃদয়ে এতক্ষণ কি কি অনুভূতি জেগেছে - তা কি আমার অন্তরে আধ্যাত্মিক আনন্দ জাগিয়েছে কিংবা আমার মনকে অশান্ত করে আধ্যাত্মিক বিষাদ জাগিয়েছে। শেষে, প্রথমে বন্ধুর মতো মারীয়াকে উক্ত ধ্যানের বিষয়ে আমার হৃদয়ের কথা বলব। তারপর মা মারীয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাব তাঁর পুত্র যিশুর কাছে, তাঁকেও আমার হৃদয়ের কথা বলব। শেষে পরম পিতাকে উক্ত ধ্যানের বিষয়ে আমার মনের কথা জানাব। কোন বিষয়ে চাওয়ার থাকলে তা-ও বলব। প্রত্যুত্তরে তাঁরা আমাকে কে কি বলছেন, হৃদয়ের কান দিয়ে তা শোনার চেষ্টা করব। **৬)** ধ্যানের শেষে: "প্রভুর শেখানো প্রার্থনা" ও "পবিত্র ত্রিত্বের স্তব" উচ্চারণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে ধ্যান শেষ করব। ধ্যানের জায়গা থেকে ওঠে এই ধ্যানের বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা আধ্যাত্মিক নোটবইতে যত্নের সঙ্গে লিখে রাখব।

যিশুর জন্মকাল নিয়ে ধ্যান করে আমরা আমাদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি। পরিবর্তনের কয়েকটি বিষয় হল: **১)** পবিত্র ত্রিত্বের প্রতি আমাদের ভক্তি ও ভালবাসা গভীরতর হয়ে ওঠে কারণ ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন এবং তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেন। ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপী হিসাবে ঈশ্বরের দিকে তাকাই তাঁর দয়া লাভের জন্য। **২)** ঈশ্বর দৃশ্যমান হয়েছেন বলে ঈশ্বরের সাথে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। এর ফলে ঈশ্বর আমাদের কাছে আসেন ও আমরা ঈশ্বরের কাছে যাই। **৩)** পিতা, পুত্র ও পবিত্রাআত্মার মধ্যে মিলন নিয়ে ধ্যান করে আমরা মিলন সমাজ গঠনের জন্য অনুপ্রাণিত হই। **৪)** খ্রিস্টকে নিবিড়ভাবে জানতে পারি, গভীরভাবে ভালবাসতে পারি ও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে পারি। খ্রিস্টকে সেখানে দেখি যেখানে আমি আপনি তাঁকে দেখতে কার্পণ্যবোধ করি। খ্রিস্টের মত দরিদ্র, নম্র ও অপমানিত হতে দ্বিধা করি না। পুত্র ঈশ্বরের দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত হই ও বর্তমানের কাজ-কর্মগুলো করতে অবহেলা করি না। **৫)** যিশুর জন্মকাল নিয়ে ধ্যান করে আমরা পৃথিবীতে চলমান শান্তির রাজ্য গড়ার লক্ষ্যে এক নিবেদিত সেবক/সেবিকা হয়ে উঠি। খ্রিস্টের মত প্রকৃতি পরিচর্যায় যত্নবান হতে পারি, মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারি, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গরীবের সাথে একাত্ম হতে পারি, পাপপয় কাঠামো নির্মূল করার জন্য এগিয়ে আসি, পাপীদের উদ্ধার করার জন্য তাঁদের ভালবেসে আপন করে নিই ও নিজেদের সংস্কৃতি চর্চায় আরো যত্নবান হয়ে ওঠি। **৬)** ধার্মিকতার ভিত্তি মজবুত করে নিজেদের নমনীয় করতে পারি। এর ফলে নিজেদের ধর্মীয় ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে না। **৭)** নিরাসক্ত হয়েও ইহজগত প্রীতি বাড়াতে পারি। **৮)** নিজেদের ঐশ ও মানবিক স্বভাব সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে ওঠি। **৯)** শুধু কিছু কিছু জায়গায় ঈশ্বর অন্বেষি না হয়ে সব জায়গায় তাঁকে অন্বেষণ করতে শিখি। **১০)** রিক্ত করার আধ্যাত্মিকতা *(ফিলিপ্পীয় ২:৫-১১)* থেকে শিখি যে, আমরা একই সাথে রিক্ত ও পূর্ণ। **১১)** বাণীর দেহধারণের *(যোহন ১)* নিয়ে ধ্যান করে শিখি যে, ঈশ্বর নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেন। সেই সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়ে বিভিন্ন মত ও ধর্মে বিশ্বাসীদের সাথে সংলাপ করতে অনুরাগী হতে পারি। **১২)** আমাদের মহিমান্বিত করে খ্রিস্ট নিজে মহিমান্বিত হয়েছেন বলে আমরা নিজেদের প্রতি আরো ইতিবাচক হয়ে ওঠি। বিশ্বাস করতে শিখি যে, যিশুর দারিদ্রেই আমরা ধনবান হয়ে ওঠি *(২ করিন্থীয় ৮:৯)*।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। গমেজ, দিলীপ (সংকলক), বাড়িতে নির্জন ধ্যান-সাধনা, খ্রীষ্টপূজন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮।

২। মেল্লো, অ্যান্টনী দ্য, সাধনা, প্রভু যীশুর গীর্জা, কলকাতা, ১৯৭৯।

৩। লয়োলা, ইগ্নেসিয়াস, অধ্যাত্ম সাধনা, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭১।

খ্রিস্টীয় আশা
পোপ ফ্রান্সিস এর বিশ্ব শান্তি দিবসের বাণীর কেন্দ্রবিন্দু

ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

নববর্ষের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ছিল ঈশ্বর জননী মা-মারীয়ার পর্বদিন। একই দিনে কাথলিক মণ্ডলীতে পালিত হয়েছে ৫৩তম বিশ্ব শান্তি দিবস। কাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৪ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাতটি বিশ্ব শান্তি দিবসে বাণী রেখেছেন। বিগত বছরসমূহে পোপ মহোদয়ে বাণী অনুধ্যান করলে আমরা বুঝতে পারি তিনি একটি ঐশ গুণকে কেন্দ্রে রেখেছেন তা হল 'খ্রিস্টীয় আশা'। আশাই বিশ্বকে শান্তির পথ দেখায়। আধুনিক বিশ্বের চলমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার পরামর্শের বাণীতে পোপ ফ্রান্সিস সর্বদা যিশুর মুখের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকাতে আহ্বান করেন। সেখান থেকেই বিশ্বের সকল মানুষ পেতে পারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আশা ও অনুপ্রেরণা। এ বছরের বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিস এর বিগত সাত বছরের বাণীর সারকথা অনুধাবন করতে পারি।

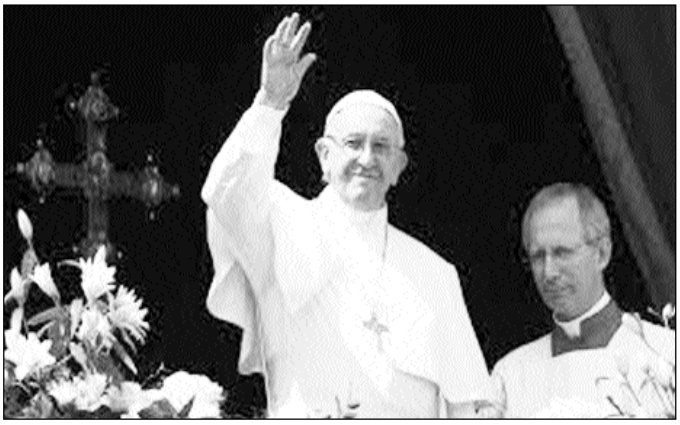

২০১৪ খ্রিস্টাব্দ : ভ্রাতৃত্ব - শান্তির ভিত্তি এবং পথ

পোপ ফ্রান্সিস ১ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো বিশ্ব শান্তি দিবসের বাণী প্রেরণ করেছেন। তিনি সকলকে- প্রতিটি ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠির আনন্দ ও আশাপূর্ণ জীবন কামনা করেন। তাঁর বাণীর মূল বিষয় 'ভ্রাতৃত্ব', যা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দিক কারণ আমরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মানুষ। তিনি বলেন ভ্রাতৃত্ব ছাড়া ন্যায্য সমাজ এবং খাঁটি ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তিনি বলেন প্রতিটি পরিবারই ভ্রাতৃত্বের ঝর্ণাধারা। পরিবারই শান্তির ভিত্তি ও প্রথম পথ, সারা বিশ্বে ভালবাসা ছড়িয়ে দেওয়া পরিবারের প্রধান আহ্বান। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ আমাদেরকে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে একতা ও সম্মিলিত লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করে থাকে। তিনি বলেন আমাদের আহ্বান প্রতিবেশী ভাইবোনদের নিয়ে একটি সমাজ গঠন করা যেখানে একে অন্যকে গ্রহণ ও যত্ন করবে, কিন্তু দেখা যায় 'উদাসীনতার বিশ্বায়ন' দ্বারা আহ্বানটি প্রায়ই অবহেলা করা হয়। তিনি বলেন ঈশ্বরের পিতৃত্বের মধ্যেই ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি খুঁজে পাই। ঈশ্বরের পরিবারে যেখানে সকলেই একই পিতার পুত্র ও কন্যা তা অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। ভ্রাতৃত্ববোধ সামাজিক শান্তি আনয়ন করে কারণ এটি স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের মধ্যে, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও সমদায়িত্ববোধের মধ্যে, ব্যক্তির মঙ্গল ও সামগ্রিক মঙ্গলের মধ্যে একটি ভারসাম্য আনয়ন করে থাকে।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দ : তোমরা আর দাস নও, তবে ভাই এবং বোন

পোপ ফান্সিস ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বাণীতে বলেন মানুষ দ্বারা মানুষ শোষণের স্বীকার, যা ভ্রাতৃত্ব ও সামগ্রিক মঙ্গল নষ্ট করা হচ্ছে। 'দাসত্বের বহুবিধ রূপ' শিরোনামে তিনি বলেন, আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাধীনতা বঞ্চিত এবং দাসত্বের জীবন-যাপন করছে, যদিও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ অসংখ্য বিপরিতমূখী চুক্তি গ্রহণ করেছে। পোপ অনুধাবন করেছেন বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বিভিন্নভাবে আধুনিক দাসত্বের স্বীকার হচ্ছে- শ্রমিক, অভিবাসী, বাধ্যতামূলক বেশ্যাবৃত্তি, বিবাহের জন্য জোরপূর্বক বিক্রি, মানব পাচার, সৈন্য হিসেবে অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকে জোরপূর্বক নিয়োগদান ইত্যাদি। অতীতের মতো বর্তমানেও মানুষকে বস্তুরূপে বিবেচনা করা হয় যা পোপ দাসত্বের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যখনই পাপ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে এবং আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিবেশীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তখনই মানুষকে আর সমান মর্যাদার মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয় না। তখনই তাদেরকে বস্তুরূপে ব্যবহার করে নি:শেষ করা হয়। তিনি সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের অনুরোধ করেন যেন শয়তানের সঙ্গী না হন, বরং আমরা যেন খ্রিস্টের কষ্টভোগী দেহ স্পর্শ করি যিনি অগণিত অবহেলিত, ন্যূনতম ভাইবোনদের মাঝে প্রকাশিত।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দ : উদাসীনতা পরিহার কর এবং শান্তি জয় কর

এ বছর পোপ ফ্রান্সিস 'উদাসীনতা' পরিহার করতে সকলকে আহ্বান জানান। আমাদের দ্বন্দ্ব ও সংকটসমূহ চিহ্নিত করতে হবে যা 'সত্যিকারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের খণ্ড খণ্ড লড়াই' এবং পোপ সকলকে আহ্বান করেন এসব মন্দকে পরিহার করতে। তিনি হালছাড়া ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করার মানবিক গুণের প্রতি আশা হারাতে বারণ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার উদাসীনতা চিহ্নিত করেন, প্রথমে ঈশ্বরের প্রতি উদাসীনতা যা প্রতিবেশী মানুষের প্রতি এবং পরিবেশের প্রতি উদাসীনতার দিকে পরিচালিত করে। উদাসীনতা ও প্রতিশ্রুতির অভাব কাটিয়ে নিজেদের সক্ষমতা অনুযায়ী সমাজে মঙ্গলকাজ করতে হবে যা একটি মানবিক দায়িত্ব। তিনি উদাসীনতার বদলে সমদায়িত্ববোধ, দয়া ও মমত্ববোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে বলেন। যা করতে অন্তরের রূপান্তর প্রয়োজন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের পাথরের হৃদয়কে রক্তমাংসের হৃদয়ে পরিণত করতে পারে, যা অন্যদের প্রতি খাঁটি সমদায়িত্ববোধ জাগ্রত করে থাকে। শান্তি হল এ জাতীয় সংস্কৃতির ফল। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ছিল দয়ার জয়ন্তী বর্ষ। জয়ন্তী বর্ষের

চেতনাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বকে মানবিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারি যা পরিবার, প্রতিবেশী ও কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করতে হবে।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দ : অহিংসা - শান্তি স্থাপনে একটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

অহিংসা আমাদের জীবনযাত্রার সঠিক পথ অনুসন্ধান করতে মনোনিবেশ করায়। যখন সহিংসতার ক্ষতিগ্রস্তরা প্রতিশোধ নেওয়ার প্রলোভনকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়, তখন তারা অহিংস শান্তি প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। সহিংসতা আমাদের ভগ্ন পৃথিবীর নিরাময় করতে পারে না তার বদলে কলকাতার মাদার তেরেজা, মহাত্মা গান্ধী এবং মার্টিন লুথারের দৃষ্টান্ত আমাদের ক্ষত নিরাময় করতে পারে। পর্বতের উপরে যিশুই শান্তি স্থাপনের একটি কৌশল ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। অষ্টকল্যাণ বাণী সেই ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি প্রদান করে যাকে অনুসরণে আমরা ধন্য, ভাল এবং খাঁটি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারি। যিশু বলেছেন ধন্য তারা যারা, বিনয়ী কোমলপ্রাণ, যারা দয়ালু, যারা শান্তি স্থাপন করে, যারা অন্তরে খাঁটি, যারা ন্যায্যতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত *(মথি ৫:১-১৩)*। সক্রিয় অহিংসা প্রকাশ করে যে দ্বন্দ্বের চেয়ে একতা আরো শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ। আমরা প্রার্থনাপূর্ণ ও সক্রিয়ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি যেন আমাদের হৃদয়, কথা ও কাজ থেকে সহিংসতা দূরীভূত হয়। আমরা যেন অহিংস মানুষ হয়ে ওঠি এবং অহিংস সমাজ গড়ে তুলতে পারি যা আমাদের বসতবাটির যত্ন নিবে।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দ : অভিবাসী এবং শরণার্থী - শান্তির খোঁজে পুরুষ ও মহিলা সকলে

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘ এবং বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে 'কোথাও শান্তিতে থাকার জন্য' সন্ধানে আছে তাদের জন্য পোপ ফ্রান্সিস ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব শান্তি দিবসের বাণী উৎসর্গ করেছেন। যারা যুদ্ধ ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে, অথবা বৈষম্য, নিপীড়ন, দারিদ্র্য এবং পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে বাধ্য হয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করেছে তাদেরকে গভীর সমবেদনা নিয়ে গ্রহণ করতে পোপ মহোদয় সকলকে আহ্বান করেছেন। আদিপুস্তক ও মঙ্গলবাণীর বিশ্বাসের আলোকে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস চারটি করণীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন যার মাধ্যমে আমরা আশ্রয় সন্ধানকারী, শরণার্থী, অভিবাসী এবং মানব পাচারের শিকার ভাইবোনদের অন্তরে শান্তি খুঁজে পেতে সুযোগ করে দিতে পারি।। সমসাময়িক কালের অভিবাসনের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে নিবিড় সমন্বয় ও কার্যকরী সাড়াদানের ক্ষেত্রে এ চারটি করণীয় হল- স্বাগত জানানো, সুরক্ষা দেয়া, সংবর্ধিত করা ও সংযুক্ত করা। এখানে 'স্বাগত জানানো' এর অর্থ প্রবেশের জন্য আইনী পথকে প্রসারিত করা, 'সুরক্ষা দেয়া' এর অর্থ তাদের মর্যাদা স্বীকৃতি প্রদান ও রক্ষা করা যা আমাদের কর্তব্য, 'সংবর্ধিত করা' এর অর্থ তাদের অবিচ্ছেদ্য মানব বিকাশে সমর্থন দেয়া এবং 'সংযুক্তি করা' এর অর্থ সমাজে তাদের পুরোপুরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। পোপ মহোদয় আমাদের স্মরণে রাখতে বলেছেন, "তোমরা নিশ্চিত হতে পারো যে, সকল কর্মের পেছনে যে শ্রম, তাতে অবশ্যই মণ্ডলীর অংশগ্রহণ আছে।"

২০১৯ খ্রিস্টাব্দ : শান্তি পরিচর্যায় ভাল রাজনীতি

রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ উন্মুক্ত করে পোপ ফ্রান্সিস ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব শান্তি দিবসে বলেন, যদি মানুষের জীবন, স্বাধীনতা এবং মর্যাদার প্রতি মৌলিক শ্রদ্ধা থাকে তবে রাজনৈতিক জীবন সত্যই অসামান্য সেবাকাজ হয়ে ওঠতে পারে। ভাল রাজনীতি মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্মান করে যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার বন্ধনকে শক্তিশালী করে তুলে। অবশ্য এটা করা ভাল রাজনীতির দায়িত্বও। তিনি কতগুলো বিষয় তুলে ধরেছেন যা বিবেচনায় আনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ- দুর্নীতি, ক্ষমতার অসততা প্রতিপালন, বর্ণবাদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন এসব একটি বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের আদর্শকে ক্ষুন্ন করে, জনজীবন কলুষিত করে এবং সামাজিক সম্প্রীতির হুমকিস্বরূপ। পোপ বলেন, শান্তি হল মানুষের পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও আস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি দুর্দান্ত রাজনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়ার ফল। এই চ্যালেঞ্জটি নতুনভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এটি হৃদয় ও আত্মার রূপান্তর জড়িত। পোপ বলেন, এই রূপান্তরে অভ্যন্তরীণ ও পরস্পর একাত্মবোধে সাথে সম্পৃক্ত। এর তিনটি অবিচ্ছেদ্য দিক রয়েছে- নিজের সাথে শান্তি, অন্যের সাথে শান্তি এবং সমস্ত সৃষ্টির সাথে শান্তি। আশার বিষয় হল- যা ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহ করে সৃষ্টির সময় দিয়েছে তা মাত্র পুনরুদ্ধার করতে আমাদের অংশগ্রহণ দরকার।

২০২০ খ্রিস্টাব্দ : শান্তি হল আশায় পথচলা: সংলাপ, পুনর্মিলন এবং পরিবেশগত রূপান্তর

'আশা' আবারো পোপ ফ্রান্সিসের ২০২০ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব শান্তি দিবসের বাণীতে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস ৫৩তম বিশ্ব শান্তি দিবসে বলতে চান আশাই বিশ্বকে শান্তির পথ দেখায়, শান্তি হল আশায় পথচলা। যে বিষয়টি উন্মুক্ত করা হয় তা হল শান্তি একটি বিশিষ্ট ও অনন্য মূল্যবোধ যা আমাদের প্রত্যাশা এবং সমগ্র মানব পরিবারের আকাঙ্ক্ষাস্বরূপ। অন্যদিকে অবিশ্বাস ও ভয় পারস্পরিক সম্পর্ক দুর্বল করে যা সহিংসতার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। শান্তির শিল্পী হওয়ার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করেন। পুনর্মিলন ও সংলাপের স্থাপন করে পরিবেশ বিপর্যয়মুক্তির যাত্রায় জীবনকে নতুনভাবে উপভোগের আশাতে এগিয়ে হওয়া যায়। মানুষের সৃষ্ট যুদ্ধ ও সংঘর্ষ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং দুঃখ ও অন্যায্যতাকেই উৎসাহিত করে। ভ্রাতৃপ্রেম মানবতার পথে আনতে পারে তবে প্রতিটি যুদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেম বিনষ্ট করে এবং মানব পরিবারের সহজাত ভালবাসার আহ্বানকে বিনষ্ট করে। মানুষে মানুষে যে অবিশ্বাস তা উত্তম ভ্রাতৃপ্রেম এবং একই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসেবে আস্থা বৃদ্ধি, সংলাপ ও বিশ্বাসের অনুশীলন করে মোচন করা সম্ভব। শান্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষের হৃদয় গভীরে বিদ্যমান তাই যারা পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাত থেকে বেঁচে আছেন তারা শান্তি স্থাপনের সাক্ষ্য বহন করে চলছে। অতীত ঘটনার অভিজ্ঞতার ফল বর্তমানে ও ভবিষ্যতের শান্তির বাহক হয়ে ওঠতে পারে। মানুষ সাময়িক লোভ চরিতার্থ করে প্রাকৃতিক সম্পদকে বিনষ্ট করে নিজের বসতবাটিকে দূষিত করে তুলছে। পোপ সকলকে আহ্বান করেন যেন নিজে অন্তর থেকে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার থেকে দূরে থাকে এবং সকলকে ঈশ্বরের সন্তান ভেবে নিজের ভাই বোন হিসেবে গ্রহণ করে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ মানুষের অন্তরে রয়েছে, সেই অনুগ্রহে মানুষ স্বার্থহীন ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অন্যের জন্য শান্তি উৎসর্গ করতে পারে। আশাই আমাদের শান্তির পথ দেখায় কারণ ঈশ্বর সৃষ্টিলগ্নে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে শান্তি প্রদান করেছেন। আমাদের মন্দ কাজের ফল দ্বন্দ্ব, সংকট ও সংঘাত যা অশান্তির সৃষ্টি করে আবার আমাদের ছোট-ছোট ভাল কাজের ফল বিশ্বের শান্তি। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় আমরা শান্তির শিল্পী হয়ে ওঠতে পারি॥ ❑

নতুন সূর্যের ভোর

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

এই পৃথিবীর সমস্তই নিত্য নতুনরূপে ধরা দিচ্ছে আমাদের সামনে। দিন বদলে রাত আসে, রাত বদলে দিন আসে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, আবার বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী এমনকি গাছপালা থেকে শুরু করে জড়বস্তু পর্যন্ত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে সময়। পরিবর্তনের এই খেলায় বর্ষপুঞ্জি থেকে বিদায় নিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ। এলো নতুন বর্ষ ২০২০। নতুন বছরের একটি মজার দিক হল- পৃথিবীর সমস্ত মানুষ নতুন কিছু এবং আরও ভাল কিছুর প্রত্যাশা করে। এই প্রত্যাশায়ই বেঁচে থাকে মানুষ, স্বপ্ন দেখে নতুন ভোরের।

২০১৯ খ্রিস্টাব্দ আমাদের ইতিহাসে এখন অতীত একটি বর্ষ। অতীত প্রসঙ্গে বলা হয় যে, অতীত সব কিছুই আমাদের বর্তমানকে চুরি করে। দেখা যায়, অতীতের সুখস্মৃতি কিংবা দুঃখের অনুভূতি নিয়ে আমরা কখনও কখনও দীর্ঘ সময় ব্যয় করে ফেলি। তাই এই প্রসঙ্গে ডেল কার্ণেগী বলেছেন যে, আমরা যেন বর্তমানকে নিয়ে পথ চলি। বর্তমানে সঠিক কাজটি করলে তা যখন অতীত হবে, তা সুখস্মৃতি হয়েই থাকবে; কিন্তু যদি অতীত ও ভবিষ্যত নিয়েই কেবল ব্যস্ত থাকি, তবে আমাদের বর্তমান বাদ পড়ে যাবে। তাই মূল্যয়নের জন্য বা পরিকল্পনার জন্য হয়তো অতীত ও ভবিষ্যতের ভাবনা রাখতে হবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন আমাদের বর্তমানকে ছাপিয়ে না যায়। কাজেই, এখন, এই মুহূর্ত থেকেই নতুন করে শুরু করা যাক। বলা হয়ে থাকে, যে কোন অভ্যাস ২১ দিনে পোক্ত বা রপ্ত হয়। তা ভাল অভ্যাসও হতে পারে, আবার বদ অভ্যাসও হতে পারে। যদি কেউ একটানা ২১ দিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠে, তবে সেটি তার অভ্যাসে পরিণত হবে। আবার কেউ যদি একইভাবে একই সময়ে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য রওনা হোন, তবে সেটিও তার অভ্যাসে পরিণত হবে। একেকদিন একেক সময়ে হওয়ার বিড়ম্বনায় আর পড়তে হবে না। তাই এই বছরে আমরা আমাদের জন্য কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি। সেগুলো হতে পারে আমাদের জীবনের যে সকল বিষয় আরও বেশি শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে চাই এবং যে সকল কাজ কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সারতে চাই। এভাবে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার একটা অভ্যাসও গড়তে পারি, যা আমাদেরকে অনেক প্রশান্তি দিবে, জীবনটাকে আরও উপভোগ্য করে তুলবে। কাজেই নতুন অভ্যাস গড়া শুরু হোক আজ থেকেই।

কথা প্রসঙ্গে বিগত বছর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের কয়েকটি আলোচিত ঘটনা টেনে আনতে হচ্ছে। গত বছর বাংলাদেশে নুসরাত, রিফাত এবং বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যা, ক্যাসিনো কাণ্ড, ডেঙ্গুর ভয়াবহ প্রকোপ, পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের নিষিদ্ধ হওয়া প্রভৃতি ছিল বাংলাদেশের আলোচিত নেতিবাচক ঘটনা। তেমনি বিশ্বব্যাপী নিউজিল্যাণ্ডে মসজিদে হামলা, শ্রীলঙ্কায় ইস্টার সানডের উপাসনায় হামলা, কাশ্মীর ইস্যু, আমাজন বনে আগুন প্রভৃতি ছিল অন্যতম নেতিবাচক ঘটনা। তথাপি, এগুলোর বিপরীতে অনেক সুন্দর ও ভাল বিষয় ছিল; যার কারণে পৃথিবী এখনও এতোটা সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ। বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু ঘটনা হয়তো মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে, তথাপি মন্দের চেয়ে ভাল বিষয়ের পরিমাণই বেশি। তাই নতুন এই বছরে আমাদের একান্ত চাওয়া, মানুষের প্রতি মানুষের সহৃদয়তা ছুঁয়ে যাক, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হোক, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হয়ে ওঠুক অসাম্প্রদায়িক বিশ্ব। আমাদের দেশ এই বাংলাদেশের সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এই বছরে আবার নতুন করে জেগে ওঠুক। বেঙ্গল উচ্চাঙ্গ উৎসব, লিট ফেস্ট ছাড়াও এ দেশের অবারিত মাঠে-ঘাটে স্বাধীনভাবে পালিত হোক পহেলা বৈশাখ, বর্ষা উৎসব, নবান্ন উৎসব, পিঠা উৎসব প্রভৃতি। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন নতুন মঞ্চনাটক, টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মিত হোক; পথনাটক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মুখরিত হোক এ দেশের সমস্ত জনপদ। এ দেশের মানুষ দেশীয় সংস্কৃতি ও ধারায় পথ চলুক, মনেপ্রাণে এ দেশকে ভালবাসুক। ঈদ, পূজা, বৌদ্ধপূর্ণিমা ও বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠুক পুরো দেশ, হৃদয়ানন্দে উদ্বেলিত হোক এ দেশের প্রতিটি মানুষ। চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পূর্ণতা পাক এবং নতুন নতুন পরিকল্পনায় তরতরিয়ে এগিয়ে যাক আমাদের এই দেশ। এভাবেই হেসে উঠুক পুরো বাংলাদেশ! একইভাবে, বিশ্বব্যাপী মানুষে মানুষে সদ্ভাব, প্রেম-প্রীতি, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাক; নিপাত যাক সন্ত্রাসবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মান্ধতা।

এই নতুন বছরে একটি বিষয়ে সর্তকতাও আবশ্যক: যে কোন বিষয়ে তারিখ লেখার ক্ষেত্রে এ বছরে পুরো সংখ্যাটি লিখতে হবে। আগে আমরা সাল লেখার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত রূপ লিখতাম। যেমন গত বছর ২০১৯ এর পরিবর্তে শুধু ১৯ লিখেছি। এ বছর কিন্তু তা করা যাবে না। কারণ ২০২০ এর সংক্ষিপ্ত রূপ শুধু ২০ লিখলে যে কেউ প্রতারণা করে এর ডান কিংবা বাঁ পাশে ১৯ বা ১৮ কিংবা অন্য যে কোন সালের সংখ্যা বসিয়ে দিতে পারে। এতে করে সেটি বড় কোন ক্ষতি বা বিপদের কারণ হতে পারে।

খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা আহ্বান পাই যিশুর হাত, পা, চোখ, মুখ, হৃদয় হতে, যেন আমাদের কাজ, কথা, আচরণ, বিচরণ ও ভালবাসা দেখে অন্যরা যিশুর অভিজ্ঞতা করতে পারে। এভাবেই তো আমরা প্রেরিত হতে আহূত! তাই এ জীবন এমনভাবে যাপন করতে হবে যেন তা ঈশ্বরের কাছে আমাদের একটি উপহার হয়ে ওঠতে পারে। নিজেদেরকে ভালবাসতে শিখতে হবে যেন আমরা অন্যদের আরও বেশি করে ভালবাসতে পারি, নিজের মধ্যে এবং নিজের পরিমণ্ডলে শান্তি আনতে হবে যেন আমাদের শান্তির উষ্ণতা অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে, জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, ভয়-ভীতি ও ব্যর্থতাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলিঙ্গণ করতে হবে যেন অন্যরা আমাদের কাছে আশা খুঁজে পেতে পারে; হয়ে ওঠতে সুখী মানুষের প্রতিচ্ছবি, যেন আমাদের উপস্থিতি অন্যদের কাছে আনন্দের হতে পারে। তাই নতুন সূর্যের ভোর দিয়েই শুরু হোক আমাদের পথচলা। পুরনো দলাদলি, মনোমালিন্য ভুলে নতুনভাবে, নতুন মানসে, নতুনের আশায়, সুন্দর কিছুর জন্য শুরু হোক আমাদের প্রতিটি দিন। এভাবেই নতুন এই বছর হয়ে ওঠুক আরও আশীর্বাদিত, আরও সমৃদ্ধ॥ ❑

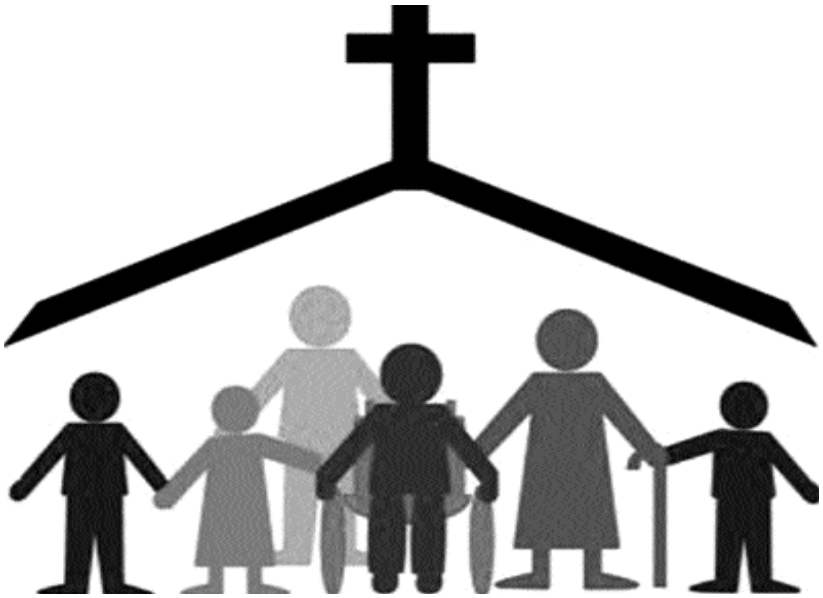

খ্রিস্টীয় চেতনায় নববর্ষ

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

নববর্ষ কথাটি দু'টো শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। নব এবং বর্ষ। নব কথার অর্থ হল নতুন। আর বর্ষ কথার অর্থ হল বছর। অর্থাৎ নতুন বছর। এই নববর্ষ হল খ্রিস্টীয় নববর্ষ। কথিত আছে খ্রিস্টের জন্ম থেকে এই বর্ষ গণণা শুরু হয়। তাই একে খ্রিস্টীয় নববর্ষ বলা হয়। নববর্ষ মনে আশা জাগায়, জীবনের নতুন পথে যাত্রা করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। আমরা এই নতুন বছরের প্রথম থেকেই খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করতে পারি। পুরাতন বছরের জরাজীর্ণতাকে বাদ দিয়ে খ্রিস্টীয় চেতনার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলি।

নতুন বছর গণনার জন্যে ক্যালেণ্ডারের আবিষ্কারও সুপ্রাচীন। অফিস, বাসগৃহের দেয়াল কিংবা টেবিলে শোভা পায় নানান রকমের মনোহরি ক্যালেণ্ডার। ক্যালেণ্ডার থেকে এক মুহূর্তে জেনে নেয়া যায় দিন মাস বার কিংবা বছরের হিসেব। ক্যালেণ্ডার যখন ছিলনা তখন সঠিকভাবে সময় নির্ধারণ করা ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। তাই সময় ও ক্যালেণ্ডার নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সময় মানবজাতির মূল্যবান সম্পদ। এই সময়ের সঠিক ব্যবহারের ওপরই নির্ভর করে মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতি। সঠিক সময় নির্ধারণের জন্য একেক সময় একেক পন্থা অবলম্বন করা হয়। রোমানরা প্রথম ক্যালেণ্ডার তৈরির দাবিদার। ক্যালেণ্ডার শব্দটি ক্যালেন্দি শব্দ থেকে এসেছে। মাসের নামগুলো এসছে রোমান দেবতা ও সম্রাটদের নাম অনুসারে।

নববর্ষ হল নতুন বছর, এই বছরকে আমরা নতুন মন-মানসিকতা ও চেতনা নিয়ে এর যাত্রা শুরু করি। একটা কথা আছে- শুরুটা ভাল হলে অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে যায়। গত বছরের জন্য আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। কারণ গত বছর ঈশ্বর আমাদের অনেক আশীর্বাদ করেছেন। তাঁর আশীর্বাদ, অনুগ্রহ নিয়ে আমরা একটি বছর সুন্দরভাবে অতিবাহিত করেছি। এই বছরও যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে সুন্দরভাবে শুরু করতে পারি। নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে অনেক আয়োজন করা হয়। আমরা যাই করি না কেন আমাদের মনে রাখতে হবে সবকিছু সৃষ্টিকর্তার দান। তিনি আমাদের করার সক্ষমতা দিয়েছেন। এগুলো আমরা খ্রিস্টীয় সংস্কৃত্যায়ন ও মূল্যবোধের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে করতে পারি। খ্রিস্টীয় চেতনা যেন আমাদের মধ্যে সর্বদা কাজ করে।

নতুন বছরকে বরণ উপলক্ষে বিভিন্ন কৃষ্টিতে সংস্কৃতিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়। চারিদিক সুন্দর করে সাজানো হয়। কারণ নতুনের জন্য থাকে আমাদের অনেক আয়োজন। আমরা রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে সুন্দর করে সাজাই। ভাল পোষাক পরিধান করি। ভাল খাবার গ্রহণ করি। অতিথিদের নিমন্ত্রণ করি। ম্যাসেজ পাঠাই। কার্ড বিতরণ করি। পিঠা-পায়েস-মিষ্টি বিতরণ করি। ফানুস উড়াই। কীর্তন গান করি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। বর্ষবরণ উপলক্ষে প্রদীপ প্রজ্বলন করি। প্রার্থনা করি। উপাসনায় যোগদান করি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান করে মানুষকে আনন্দ দেই। একে-অন্যের কাছে গিয়ে নম্র হয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করি। ভালবেসে অন্যকে গ্রহণ করি। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে নতুন আঙ্গিকে জীবন শুরু করি। এগুলো হল বাহ্যিকতা। এই বাহ্যিকতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা রয়েছে তা আমাদের চেতনায় উপলব্ধি করতে হবে। খ্রিস্টকে কেন্দ্রে রাখতে হবে।

যিশু এসেছে আমাদের জীবন দিতে। আমাদের আশার বাণী শোনাতে। নতুন বছরও আমাদের আশা জাগায়। যা বিগত বছরে ভাল করতে পারি নি। নতুন বছরে যেন ভাল করতে পারি। আশায় ভর করে আমরা জীবন পথে এগিয়ে চলি। মানুষের মধ্যে ভাল কিছু করার সম্ভাবনা রয়েছে। সে যখন ভাল করার সন্ধান পায় তখন সে ভাল করতে বাধ্য। প্রথম দিনে আমাদের মধ্যে সেই চেতনা জাগিয়ে তোলা হয়। বছরের প্রথম দিন থেকেই আমরা যেন অন্যের ভাল করি। আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিস্ট তিনি মানুষের মঙ্গল করেছেন আমিও যেন অন্যের মঙ্গল করি। তার চেতনা যেন অন্তরে গ্রহণ ও বহন করি। ভালবাসাময় জীবন গড়ে তুলি।

আমরা যারা ঈশ্বরকে ছেড়ে দূরে চলে গেছি। ঈশ্বর আমাদের ডাকছেন। এই নতুন বছরে আমরা যেন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মন পরিবর্তন করে প্রথম থেকে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করি। ঈশ্বর আমাদের পাপ দেখেন না তিনি আমাদের অন্তর দেখেন। তিনি পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছেন। যিশু বলেন- আমি তো ধার্মিকদের নয় পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছি। হারানো মেষের গল্প, অপব্যয়ী পুত্রের গল্পের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের বলতে চান আমাদের মধ্যে যেন চেতনা আসে। আমরা যেন মন পরিবর্তন করি। প্রকৃতিতেও দেখা যায় গাছ নতুন করে শাখা পল্লব ছাড়ে, আস্তে-আস্তে বিকশিত হয়। আমাদেরও নতুন চেতনায় নিজেদের গঠন দিতে হবে। আমরা যেন খ্রিস্টীয় চেতনায় এই বছর বেড়ে ওঠতে পারি।

খ্রিস্ট মানুষকে নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্তভাবে ভালবেসেছেন। আমিও যেন মানুষকে খ্রিস্টের ন্যায় নতুন বছরে ভালবাসতে পারি। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকজন মানুষ ভালবাসা চায়। আমরা যেন অন্যদের ভালবাসার মধ্য দিয়ে সিক্ত করতে পারি। কাছে টানতে পারি। ভালবাসা সবকিছু ক্ষমা করে। ধৈর্য্য ধরে। আমরাও যেন নতুন বছরে নম্র হতে পারি। অন্যকে ক্ষমা করি। জীবনে ধৈর্য্য ধরি। অন্যের প্রতি দয়া দেখাই। খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের যাত্রা শুরু করি। খ্রিস্টীয় চেতনা হৃদয়ে লালন করি॥ ❑

প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা একজন বিনম্র মেষপালক

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, নভেম্বর মাস ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ। আমি তখন তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে সহকারী যাজক হিসাবে পালকীয় সেবাকাজ করছি। সেদিন সকালের পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর নাস্তা খেয়ে রাজাবাজার এলাকায় রোগি ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করছিলাম। ৩০ জনের মত ভক্তকে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান শেষ হলো। ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় ১২টা বাজে। সেখানে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদানের জন্য তিন-চারটি বাসায় আর মাত্র কয়েকজনের মত বাকী আছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। পকেটের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। মোবাইল হাতে নিয়ে দেখলাম ল্যাণ্ড ফোন থেকে কে যেন কল করছে। হ্যালো বলার সাথে অন্য প্রান্ত থেকে বললেন, ফাদার গুড মর্নিং। আমি আর্চবিশপ হাউজ থেকে সিস্টার বলছি। আর্চবিশপ পৌলিনুস আপনাকে এখনই আর্চবিশপ হাউজে আসতে বলছেন। আমি সিস্টারকে বললাম, সিষ্টার আমি রোগি বাড়িতে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করছি। আর মাত্র তিন-চারজনের মত বাকী আছে। তারা জানে এবং খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের অপেক্ষায় আছে। আমাকে কী এখনই আসতে হবে অথবা একটু পরে আসলেও হবে। তিনি গিয়ে আর্চবিশপ পৌলিনুসকে বিষয়টি অবহিত করলেন এবং ফিরে এসে বললেন, তিনি আপনাকে রোগি বাড়িতে খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান শেষ ক'রে বিকাল ৩:৩০টার দিকে আসতে বলেছেন।

তেজগাঁও থেকে বিকাল ৩:৩৫ মিনিটে রমনা আর্চবিশপ হাউজে পৌঁছে দু'তালায় উঠে লক্ষ্য করলাম, আর্চবিশপ পৌলিনুস বারান্দায় বসে দক্ষিণে মাঠের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন। গুড আফটারনুন বললে উনি বললেন এখানে বসো। তিনি বলতে শুরু করলেন, বিগত তিনদিন ধরে আমি একটি বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করছিলাম আর আজকে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি উত্তর পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করে তিনদিন পরে উত্তর পেলেন এবং এটি আমাকেই বা কেন বলছেন। তিনি বললেন, প্রার্থনাটি শুনলে বুঝতে পারবে। তিনি আরো বললেন, তুমি জান, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। ঈশ্বর আমাকে এই বড় একটি দায়িত্ব দিলেন কিন্তু আমি তো অসুস্থ। তাই তিনদিন ধরে প্রার্থনা করছিলাম, "হে ঈশ্বর, আমার মত একজন সাধারণ অযোগ্য সেবককে তুমি যে মহান দায়িত্বভার দিয়েছ, তা পালন করার ইচ্ছা থাকলেও আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছি। কীভাবে আমি এই দায়িত্ব পালন করবো। আমি যাজকদের নামের তালিকা হাতে নিয়ে প্রার্থনা করছিলাম। কয়েকটি নাম বারবার চোখে পড়ছিল এবং সেখানে তোমার নামটি আমি দেখলাম আমার চোখে সবচেয়ে বেশি ভেসে ওঠেছে। তুমি কী আমার কাজে আমাকে একটু সাহায্য করবে? আমি তোমাকে এখানে আসতে বলেছি এবং আমি এখন তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি সেক্রেটারী হিসাবে আমাকে একটু সহায়তা করবে। তার মধ্যে দেখতে পেলাম খ্রিস্টীয় বিনম্রতা এবং একটি বিনয়ের সুর। এ যেন সাম রচয়িতার সেই কথার মত, "বিনম্র যারা, ধর্মমার্গে তাদের চালিত করেন; বিনম্র যারা, তাদের তিনি তো বলে দেন তাঁর পথ" *(সাম*

২৫:৯)। আর আমি তো ভাবতেই পারিনি এই বিনম্রতা ভরা আবেদনের কীই বা প্রতিত্তর আমি দিতে পারি। তিনি আমার কর্তৃপক্ষ এবং তিনি যে কোন আদেশ বা নির্দেশ আমাকে দিতে পারেন বা সেদিন দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি কর্তৃপক্ষ হিসাবে ক্ষমতা না দেখিয়ে বা বলা যায় ক্ষমতার অপব্যবহার না করে বরং বিনম্রতার পথটি বেছে নিলেন। আমার মনে হল উত্তম মেষপালক যিশুর বিনম্রতার আদর্শ সেদিন আর্চবিশপ পৌলিনুসের জীবনে বিমূর্ত হয়ে উঠলো। আমি বললাম, যদি আপনি মনে করেন আমি কোনভাবে আপনাকে সহায়তা করতে পারবো তাহলে আমি চেষ্টা করবো। তিনি আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন। এর দুই মাস পরেই তিনি আমাকে আর্চবিশপ হাউজে তার সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব দিলেন। আমি আমার অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও তার আর্চবিশপীয় দায়িত্ব পালনের সবটুকু সময়ে তাঁর প্রয়োজনীয় কাজে সহায়তা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং পাশাপাশি রমনা ক্যাথিড্রালের পাল-পুরোহিত হিসাবেও আমার দায়িত্ব পালনকালে তার অনেক সুপরামর্শ ও সহায়তা লাভ করেছি। প্রয়াত এই বিনম্র সেবকের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

রাজশাহীতে বিশপীয় দায়িত্ব পালনকালে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতিময় ঘটনা আমি ও আরো অনেকে শুনেছেন। একটি 'ছোট ঘটনার বড় শিক্ষা' নিয়ে একটু সহভাগিতা করি। তিনি প্রায় প্রতিদিন সকাল ও বিকালে প্রায় এক ঘন্টা করে হাঁটতেন। একদিন বিকালে তিনি হাঁটছেন এবং সামনে দেখতে পেলেন বড় সড়কে তার চেয়ে কম বয়স্ক প্রায় ৬০ বছরের একজন ভ্যান চালিয়ে দুই তিনটি বড় গাছের গুড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কিভাবে যেন ভ্যানের একটি চাকা রাস্তার নীচে নেমে যাওয়াতে সেই বেচারা ভ্যানওয়ালা অনেক চেষ্টা করেও ভ্যানটি বড় সড়কে তুলতে পারছিলেন না। আর্চবিশপ পৌলিনুস সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে ভ্যানটির পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ভ্যানটি সড়কে তুলে দিলেন। সেই ভ্যানওয়ালা কৃতজ্ঞতাভরা অন্তরে বিশপ পৌলিনুসের কাছে এসে তাকে প্রণাম ক'রে পদধূলি নিতে গেলে বিশপ বললেন, না না পায়ে হাত দিতে হবে না। এটি তো সামান্য একটি কাজ, আপনাকে একটু সহায়তা করেছি মাত্র। সে বললো স্যার আরো কয়েকজন তো এই রাস্তা দিয়ে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমার চেয়েও বয়সে বড়। আপনি কেন আমাকে এই কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। আপনি কে? আর্চবিশপ বললেন, আমি আপনার মত একজন মানুষ এবং আমি একজন খ্রিস্টান পাদ্রী। সেই ভ্যানওয়ালা বেশ কিছুক্ষণ বিশপ পৌলিনুসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। কৃতজ্ঞতায় ভরা অন্তরে আবারও ধন্যবাদ বলে ভ্যানওয়ালা চলে গেলেন। ঘটনাটি যখন তার নিজের মুখ থেকে একদিন আমি শুনলাম, আমি বললাম আপনি সামান্যকাজ করে একটি অসামান্য দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তিনি বললেন, এই কাজটির মত আরো অনেক ছোট-ছোট কাজে আমরা খ্রিস্টের সাক্ষ্য ও পরিচয় বহন করি। অন্য ধর্মের সাথে আমরা অনেকে সংলাপ করি, খুব ভাল; কিন্তু কোন কোন সময় সংলাপ তত্ত্বকথা হয়ে থাকে এবং শুধুমাত্র বড় বড় কথাঝুড়ি হয়ে থেকে যায়। যেকোন মানুষের সাথে আমরা ছোট-ছোট বাস্তবকাজের মাধ্যমে যে সংলাপ করি এবং করতে পারি তা হল জীবন-সংলাপ, ছোট ছোট বাস্তব কাজে জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে অন্যের জীবনে খ্রিস্টের ভালবাসার সাক্ষ্যদান করা। যিশুতো বলেছেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা-কিছু তুমি করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ" (মথি ২৫: ৩৯)। আমি অমুক, আমি মণ্ডলীতে, সমাজে এই বড় পদে আছি... এই ধরণের অহংবোধ নিয়ে জীবন-যাপন করা নয় বরং সাধারণ জীবন-যাপনের দ্বারা অসাধারণ ভালবাসা প্রকাশ আরো বেশি মানবিক ও খ্রিস্টীয়। "তোমাদের মনোভাব তেমনটি হওয়া উচিত, যেমনটি খ্রিস্ট-যিশুর নিজেরই ছিল। তিনি তো

স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না, বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন, তাদের স্বরূপ গ্রহণ ক'রে তিনি মানুষের মত হয়েই জন্ম নিলেন" *(ফিলিপীয় ২:৫-৭)* । আর্চবিশপ পৌলিনুসের জীবনে এই মনোভাব আমি লক্ষ্য করেছি অনেকবার। তিনি নিজের পরিচয় দিতে গেলে অনেক সময় সরল-হাসি দিয়ে বলতেন, আমি গেদা বুইড্ডার ছোট ছেলে... মহান ঈশ্বর আমার জীবনে কত কী করেছেন! গেদা তার বাবার ডাক নাম ছিল, বাপ্তিস্মের নাম ছিল যোসেফ। গেদা মানে হল ছোট। তার বাড়ির নাম বড়বাড়ি। বাবার নাম গেদা। তাই বড়বাড়ির গেদার ছেলে অন্তরে বড় ছিলেন। তার বড় হৃদয়ের পরিচয় বনানী সেমিনারীতে পরিচালক হিসাবে তিনি যেসকল সেমিনারীয়ানদের গঠন দিয়েছেন এবং এখন তারা যাজক হিসাবে বিভিন্ন স্থানে সেবাকাজ করছেন তারা বেশ ভাল করেই জানেন। সেমিনারীতে সেমিনারীয়ানদের তিনি অনেক যত্ন করতেন। সেমিনারীয়ানদের সার্বিক গঠনে যা-কিছু প্রয়োজন তিনি তা লক্ষ্য রাখতেন। সেমিনারীয়ান আধ্যাত্মিক গঠন, পড়াশুনা, মানসিক, মানবিক ও শারীরিক গঠনে খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা, বিনোদন সবদিক দিয়েই তিনি খেয়াল রাখতেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজে বাজারে যেতেন এবং সবচেয়ে ভাল মাছ, শাকসবজি, বিভিন্ন সময়ে প্রচুর পরিমাণে ফল কিনে নিয়ে আসতেন এবং সেমিনারীয়ানগণ পরিতৃপ্তি সহকারে তা খেতেন।

কেউ কেউ মনে করতেন তিনি একটু রাগ করতেন। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেন আপনি রাগ করেন। তিনি বললেন, পৃথিবীতে কেউ কী আছে যে কোনদিন কোন রাগ করেননি বা করেন না। আমি তো বিনা কারণে শুধু শুধু রাগ করি না। যখন কেউ ঠিক মত চলে না, বা নিয়ম মেনে চলে না, এদিক-সেদিক করতে থাকে তখন আমি রাগ করি। কেউ কী বলতে পারবে যে আমি কোন কারণ ছাড়া এমনিতেই কারো সঙ্গে রাগ করেছি? তিনি বললেন, যিশু নিজেও তো রাগ করেছেন। লোকেরা জেরুশালেমের মন্দিরে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শুরু করেছিলেন, যিশু চাবুক দিয়ে তাদের ঘা দিয়েছেন, তার অসন্তুষ্টি ও রাগ প্রকাশ করেছেন; অর্থাৎ যিশু অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। আসলে মাঝে মধ্যে তিনি একটু রাগ করলেও পরক্ষণেই তা ভুলে যেতেন এবং যার সাথে রাগ করেছিলেন তার সাথে একটু পরেই খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতেন, সুন্দর আচরণ করতেন। বড় হৃদয়ের মানুষ না হলে কী এ রকম করা যায়? অতএব, তিনি কখনো কখনো একটু রাগ করলেও সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন অনুরাগী। তার অনুরাগ বা ভালবাসা যারা তার খুব কাছে এসেছেন তারা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা করেছেন।

আরেকদিনের ঘটনা। তিনি কোন একটি ধর্মপল্লীতে যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য গেলেন। বেলা ২:১৫ মিনিটে আর্চবিশপ ভবনে ফিরে এসে তিনি একটু বিশ্রাম করেই ৩টার দিকে প্রস্তুত হলেন বাইরে যাবার জন্য। জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন এখন নারায়ণগঞ্জ যাবেন কেননা সেখানে ৫টার সময় হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত দিবেন। আমি বললাম, আপনি সকালে যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান করলেন যা ছিল লম্বা অনুষ্ঠান। এখন আবার যাবেন হস্তার্পণ দিতে, এটাও তো একটু লম্বা অনুষ্ঠান। আপনি তো তেমন বিশ্রাম করতে পারলেন না। তিনি একটু হাসি দিয়ে বললেন, গাড়িতে বসে যাবো তো, তাতে বিশ্রাম হয়ে যাবে। 'প্রভুই আমার শক্তি'; তাই প্রভুর কাজে যাচ্ছি, তিনিই আমাকে শক্তি দিবেন। পরে চিন্তা করেছি যে, আমরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সের যারা, তারা কোন কোন সময় হয়তো অলসতা করি অথচ তিনি, ৭০ বছরের বেশি যার বয়স, তিনি কোন অলসতা না করে সারাটা দিন সেবাকাজ নিয়ে রইলেন। এ বিষয়গুলো আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা ও শক্তি দেয় মণ্ডলীতে ও সমাজে সেবাকাজ করতে, আরো বেশি আত্মনিবেদিত হতে।

আর্চবিশপ পৌলিনুস ছিলেন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি। প্রাহরিক প্রার্থনা, পবিত্র খ্রিস্টযাগ, রোজারী মালা প্রার্থনা তার নিত্যদিনের পাথেয়। আর এই প্রার্থনা জীবনই তাকে করেছে একজন বিনম্র মেষপালক। সর্বদা ঈশ্বর নির্ভরশীল ছিলেন বলে বিশপ হিসাবে বেছে নিয়ে অন্তরের বিশ্বাস-ভক্তি ভালবাসায় বলেছিলেন "প্রভুই আমার শক্তি।" আর্চবিশপ পৌলিনুস জীবন যাপন ও সেবাকাজ করেছেন মহান ঈশ্বরের নামে আর বিশ্বাস করি পরম করুণাময় ঈশ্বর তার এই বিনম্র সেবককে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করেছেন তার অনন্তধামে॥ ❑

৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লেমেন্ট রোজারিও

জন্ম : ০২-১১-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ১৪-০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

উত্তর গোসাইপুর, সুইহারী দিনাজপুর

বাপ্পি ও বাপ্পি, দেখতে দেখতে কেটে গেল সাতটি। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ সেই না ফেরার দেশে। আর তোমাকে ডাকতে পারবো না বাপ্পি বাপ্পি বলে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তুমি জীবিতকালে তোমার সৎকর্মগুণে রয়েছ প্রভুর সেই আনন্দ আশ্রমে স্বর্গধামে। আজ এই বড়দিন উৎসবে ও তোমার সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমাকে আমরা হৃদয়ভরে স্মরণ করি। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা অপরের সেবায় মিলেমিশে এক হয়ে শান্তিতে ও তোমার আদর্শে চলতে পারি। পরম করুণাময় প্রভুর নিকট তোমার জন্য প্রার্থনা করি তিনি যেন সর্বদা তোমাকে তাঁর পাশে স্থান দেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : দ্বীপালী রোজারিও
ছেলে ও মেয়ে : চন্দন, প্রিন্স, ক্লিনটন ও ঊর্মী রোজারিও
ছেলে বৌ : নিপা গমেজ ও প্রিয়াংকা দাস
ভাতিজা ও ভাতিজা বউ : নির্মল ও প্রমা রোজারিও
নাতি ও নাতনী : অপূর্ব, অর্পা, অর্ণ ও স্কারলেট রোজারিও
পিসি : সিস্টার আসন্তা রোজারিও
ভাস্তি : সিস্টার সীমা রোজারিও
ও সকল আত্মীয়স্বজন।

বিপ্র/০৫/২০

নতুন বছরের নতুন ভাবনা, প্রত্যাশা ও কিছু কথা

ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টাতে-উল্টাতে শেষ হলো আরও একটি খ্রিস্টবর্ষ। বিদায়ী বছর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের সকল পূর্ণতা-অপূর্ণতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং ভুল-ভ্রান্তি, আনন্দ-বেদনার ধূসর পথে চলতে-চলতে উপনীত হয়েছি সম্ভাবনাময় নতুন বছর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে। আর এই নতুন বছরের সূচনায় শুরু হলো প্রত্যেকের জীবনের আরও একটি নতুন ও সম্ভাবনাময় ধাপ। অনেক প্রত্যাশা ও অমিত সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচনে আরেকটি নতুন সূর্যোদয়। নতুন এ বছরটি সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জাতীয় জীবনে তথা শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সম্প্রীতি এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও ২০২০ খ্রিস্টাব্দ অনেক প্রতীক্ষার একটি বছর। নতুন বছরের সকালের সূর্যটা নতুন না হলেও ক্ষণটি একেবারেই নতুন। নতুন বছরের শুরুতে তাই সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আর নতুন বছর উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর প্রয়াসে **জ্যাষ্টিন গোমেজ ও জাসিন্তা আরেং** এর প্রতিবেদনে ওঠে এসেছে বিভিন্ন জনের ভাবনা, প্রত্যাশা ও মূল্যবান কিছু কথা।

শান্তি হল আশার এক যাত্রা

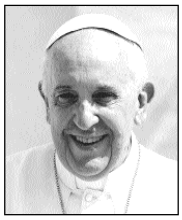

পোপ ফ্রান্সিস (কাথলিক ধর্মগুরু)

পোপ ফ্রান্সিস নতুন বছর ও বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে বলেন, "শান্তি হল আশার এক যাত্রা: যা সংলাপ, সমঝোতা, পুনর্মিলন এবং পরিবেশগত রুপান্তরকে উৎসাহিত করে।" তিনি আরও বলেন যে, "আশা এমন একটি গুণ যা আগামীর পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা দেয় যখন বাধাসমূহ আমাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য মনে হয়। কিন্তু আগামীর পথে সৎভাবে অগ্রসর হতে কোন পিছুটান রয়েছে কিনা এবং কেনইবা বোকার ন্যায় পিছুটানে সাড়া দিব, সেসব বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। তাই এই বছরের শুরুটা হবে আশা ও শান্তির যাত্রার ন্যায়, যা শুধু শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেনা বরং প্রতিদিনের জীবন-যাপন, পারস্পরিক সংলাপ, পুনর্মিলন ও প্রকৃতির যত্নের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা যদি ন্যায়নিষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশে নিজেদের সক্ষম করে না তুলি তবে কখনই সত্যিকারের শান্তি আসবে না।"

২০২০ খ্রিস্টাব্দ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

খ্রিস্টীয় নববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। নববর্ষ ২০২০ সবার জীবনে অনাবিল আনন্দ ও কল্যাণ বয়ে আনুক এই কামনা করে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, নববর্ষ সবার মাঝে জাগায় প্রাণের নতুন স্পন্দন, নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। বিগত বছরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পেছনে ফেলে নতুন বছরে অমিত সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ-খ্রিস্টীয় নববর্ষে এ প্রত্যাশা করি। তিনি বলেন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হবে। এজন্য গোটা দেশবাসী উন্মুখ হয়ে আছে। বাংলা নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও ব্যবহারিক জীবনে খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জিকা বহুল ব্যবহৃত। খ্রিস্টাব্দ তাই জাতীয় জীবনে প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে।

নতুন বছরের অঙ্গীকার হোক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০২০ বাঙালি জাতির জন্য একটি বিশেষ গৌরবময় বছর। এ বছরই উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। আমরা ২০২০ খ্রিস্টাব্দকে 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছি।

নতুন স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু হচ্ছে নতুন বছর। নতুন বছর অর্জন আর প্রাচুর্যে, সৃষ্টি আর কল্যাণে ভরে ওঠুক এবং সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি-মহান আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে এই প্রার্থনা করছি। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে আবাহন করা মানুষের সহজাত ধর্ম। অতীতের সফলতা-ব্যর্থতার ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য এখন দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাওয়ার সময়। গত বছরের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে আমাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

নতুন বছর আশীর্বাদ বয়ে আনুক

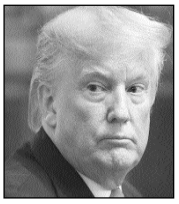

ডোনাল ট্রাম্প (আমেরিকার প্রেসিডেন্ট)

ডোনাল ট্রাম্প সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান এবং আগামী বছরের প্রত্যাশাগুলো ব্যক্ত করে বলেন, "আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে বলছি, আমরা অসাধারণ একটি বছর পেতে চলেছি। আমি মনে করি, গত বছর ছিল আমাদের দেশের ইতিহাসে সর্বোত্তম অর্থনৈতিক বছর। তাছাড়াও অতিরিক্ত কাজ, চাকুরী এবং সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত রয়েছি।"

এই প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা এগিয়ে আছে শিরোনামের তুঙ্গে

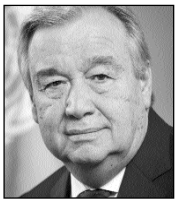

আনন্তিও গুতেরেস্ (জাতিসংঘের মহাসচিব)

"জাতিসংঘ ২০২০ খ্রিস্টাব্দকে অনিশ্চয়তা ও অনিরাপত্তার সাথে স্বাগত জানাচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে অবিরাম বৈষম্য,

ক্রমবর্ধমান ঘৃণা, পারস্পারিক দ্বন্দ্ব এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের মত উদ্বেগের বিষয়াদি। জলবায়ু পরিবর্তন শুধু দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা নয় বরং স্পষ্ট এবং আসন্ন বিপদও বটে। পৃথিবী আগুনে পুড়ে দগ্ধ হওয়ায় আমরা ম্লান হওয়া প্রজন্ম হয়ে ওঠতে পারিনি। তারপরও আমরা আশার আলো দেখতে পাই। এই নতুন বছরে সেই আশার আলোর উৎস হলো বিশ্বের যুবক-যুবতীরা। জলবায়ু পরিবর্তন থেকে লিঙ্গ সমতা, সামাজিক ন্যায্যতা এবং মানবাধিকার ইত্যাদি মোকাবিলায় এই প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা এগিয়ে আছে শিরোনামের তুঙ্গে। আমি তোমাদের আবেগ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মনোভাব দেখে অনুপ্রাণিত হই। তোমরাই উজ্জ্বল ভবিষ্যত গঠনে যথাযথ ভূমিকা রাখার যোগ্য। আমি তোমাদের পাশেই আছি।

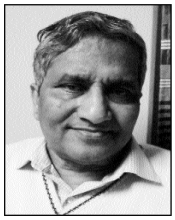

ডা. নেভেল ডি'রোজারিও
আমেরিকা থেকে

এবারের নতুন বছরের আমার প্রত্যাশা যারা প্রবাসে রয়েছে তারা যেন ভাল থাকেন। প্রবাসে তাদের চিন্তা-চেতনায় যেন বাংলাদেশ থাকে। প্রবাসে থেকেও তারা যেন বাংলাদেশকে ভুলে না যায়। বাইরের দেশে আমরা ভাল জীবন-যাপন করে আমরা যেন অন্যকে ভুলে না যাই। আমাদের প্রত্যেক যতটুকু সম্ভব আমরা যেন অন্যদের জন্যে কিছু করি। এতে করে আমরা একটি সুন্দর সমাজ তথা মিলন সমাজ গড়ে তুলতে পারবো এবং আমাদের প্রত্যেকের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে পারব।

সুনীল পেরেরা, ঢাকা থেকে, (নাট্যকার)

নতুন বছরে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আমরা যেন সুন্দর একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। সারা বছরের কাজগুলো যেন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। বিগত বছরের যত অপারগতা ছিল, যে কাজগুলো আমরা করতে পারিনি সেগুলো যেন আমরা মূল্যায়ন করি। ভুল থেকে যেন শিক্ষা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। আমাদের দেশে যারা নেতৃস্থানীয় আসনে বসে আছে, তারা যেন এবছর দেশকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে। আর আমরা যারা সাধারণ মানুষ রয়েছি, আমরা যেন নিজেদের পরিবর্তন করি।

চম্পা বর্মন, ময়মনসিংহ থেকে, (সমাজকর্মী)

নতুন বছর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ আমাদের জন্যে ঈশ্বরের একটি অনুগ্রহ। এই নতুন বছরে আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই আমার পারিবারিক জীবন যেন আরো সু-দৃঢ় হয়। আর সমাজে আমাদের যৌথ কাজকর্মগুলো যেন আমরা একসাথে মিলেমিশে করতে পারি। আমরা সবাই যেন একে-অপরের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসি। আর এভাবে যেন আমরা একটি সমৃদ্ধিশীল সমাজ গড়ে তুলতে পারি এই প্রত্যাশাই করি।

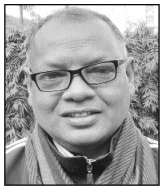

ফাদার কেরোবিম বাক্‌লা, দিনাজপুর থেকে

প্রথমত আমি গত বছরের সকল অনুগ্রহের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। সে সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নব বছরের জন্যে। আমি চাই এই বছরটি যেন সবার জীবনে সুন্দর ও অর্থপূর্ণভাবে কাটে। আর আমার এই যাজকীয় জীবনে যেন আমি আমার আধ্যাত্মিক ভিত আরো মজবুত করতে পারি। কাথলিক মণ্ডলীর যে মূল বিশ্বাস তা যেন আমি আরো বেশি করে যত্ন করতে পারি এবং মানুষের মাঝে তা প্রচার করতে পারি। সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক যত্ন নেয়ার যে গুরুদায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে তা যেন আমি নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি।

শিল্পী ক্রুশ বনপাড়া, নাটোর থেকে (শিক্ষিকা)

ঈশ্বরের নিকট আমি আশীর্বাদ চাই যেন এই মহান শিক্ষকতার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি। একজন শিক্ষিকা হিসেবে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণ করাই আমার প্রধান দায়িত্ব। নতুন বছরে বিভিন্নমুখী কর্মদায়িত্ব পালনে মানুষের পাশে থেকে যেন তাদের পরামর্শ দান করতে পারি। আর একজন মা হিসেবে আমি যেন পরিবারে আমার সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি, ঈশ্বরের নিকট আমি এই প্রত্যাশা করি। পরিবারে অন্য সকলের প্রতি আমি যেন আমার যা দায়িত্ব ও কর্তব্য তা যেন সঠিকভাবে পালন করতে পারি। সর্বোপরি, পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বরের নিকট আমি প্রার্থনা করি, যেন আমি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সুস্থ থেকে এসকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে পারি।

নাইজেল ডায়েস, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম থেকে (শিক্ষার্থী)

আমাদের জীবনে এবারের খ্রিস্টীয় নববর্ষ ২০২০ বহুমাত্রিক তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। নতুন বছরের প্রথম দিনে আমাদের অঙ্গীকার হোক আরো সুদৃঢ়। আলোর পথে, প্রগতির পথে আমাদের এগিয়ে চলা হোক আরো বেগবান। দেশে-বিদেশে সবার মধ্যে মেলবন্ধন গড়ে ওঠুক। বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও জাতিগত সব সহিংসতা বন্ধ হোক। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক এবং গণতন্ত্র চলুক নিরবিচ্ছিন্নভাবে।

সিস্টার অর্চনা আইবিভিএম, মহাখালী থেকে

কৃতজ্ঞতচিত্তে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই গত বছর এবং নতুন বছরের জন্যে। তিনি আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত ভালবাসা দিয়ে রক্ষা করে যাচ্ছেন। অন্তর দিয়ে অনুভব করি তার ভালোবাসায় প্রতিটি পরিবার পুন্যপরিবারের আলোকে আলোকিত হচ্ছে। এই নতুন বছরে প্রত্যাশা করি আমরা যেন ভিন্নতার মাঝে একতা ও সাধারণের মাঝে অসাধারণ হয়ে ওঠি। জ্ঞান-ন্যায়-ধৈর্য-প্রেম ও নিজেকে সমর্পন দ্বারা নব নব সৃষ্টিতে ভরে তুলতে পারি আগত সুন্দর ভবিষ্যৎ। প্রত্যাশা করি নতুন বছরটি স্রষ্টার অপার করুণায় ও সকলের সহযোগিতায় সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে প্রতিটি পরিবার। তাই স্রষ্টার আশিস সতত বহমান থাকুক সবার জীবনে এ শুভ কামনা করছি।

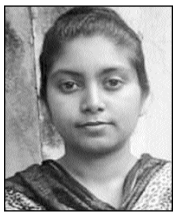

তানিয়া বিশ্বাস, খুলনা থেকে

বিগত বছর আমাদের ভাল কেটেছে। তার জন্যে পরম করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। নতুন বছর প্রত্যাশা করি, জাতি, ধর্ম-বর্ণ-নির্বশেষে দেশে যেন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। মানুষে মানুষে যেন কোন বিভেদ না হয়। আমরা যেন সচেতন থেকে দুর্নীতিমুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ একটি দেশ গড়তে পারি।

নতুন বছর মানে নতুন স্বপ্ন, অন্যরকম উত্তেজনা। সবার মনে একটা নতুনত্বের জোয়ার বইবে এটাই স্বাভাবিক। সময় যেন দ্রুত গতিশীল হয়ে ওঠছে। আগামী দিনের সাফল্য অগ্রযাত্রায় আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় এবং সমগ্র পৃথিবীর শান্তির লক্ষ্যে সবুজ-সুন্দর শান্তিময় বিশ্ব চায় আমাদের বিশ্বনেতারা। তারা চায় মানুষসহ সকল জীব, বন, বন্যপ্রাণী, প্রকৃতি যার বিচরণক্ষেত্র মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে ভালো থাকুক। পরিবার, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সবার জন্য মঙ্গলময় হয়ে ওঠুক এমনই প্রত্যাশা সবার।

এই নতুন বছরে পরমতসহিষ্ণু, উদার, অসাম্প্রদায়িক, মুক্ত ভাবনার মনোভাব হোক আমাদের সকলের লক্ষ্য।

ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-২৯, সরকারবাড়ী (নীচতলা), নন্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
স্থাপিত : ০৫/০৮/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, গভ. রেজি. নং : ০০৮৯৪/২০০৭
মোবাইল : +৮৮০ ১৭২৭ ৪৩১১৬৬, ইমেল : dhakasthaborni@gmail.com

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র সমিতির কার্যকরী পরিষদের গত-০৬-০১-২০২০খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১৩ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ-শুক্রবার, সমিতির অস্থায়ী কার্যালয়: ক-২৯, সরকারবাড়ী, নন্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ঠিকানায় সকাল ০৮:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে।
উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলনমেলার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৩১ *জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ*, রোজ-শুক্রবার উক্ত সমিতির ২১তম *বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলন মেলা* নিম্নোক্ত সময়ে এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।
স্থান : ডি'মাজেনড গীর্জা (নয়ানগর)।
ঠিকানা : প্রগতি স্বরণী, জে ব্লক, প্লট নং : ৫৮ এবং ৬০, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯।
রেজিস্ট্রেশন শুরু : সকাল ০৯:০০ ঘটিকায়, *সভা শুরু* : সকাল ১০:০০ ঘটিকায়।
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলনমেলায় সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের স্ব-স্ব আই.ডি. কার্ড অথবা ছবি সম্বলিত ক্রেডিট বই সহ উপস্থিতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

শীতল ইগ্নাসিউস গোনসালবেছ
সভাপতি
ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রাজীব রবার্ট রোজারিও
সম্পাদক
ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিপ্র/০৯/২০

একটি লাল মুরগীর গল্প

অনুবাদ: জাসিন্তা আরেং

একদা খামারবাড়িতে এক লাল মুরগী বাস করত। সে তার বেশিরভাগ সময় খামারবাড়িতে পিকেটি-পিকেটি ফ্যাশন করে ঘুরে বেড়াত। সে পোকা-মাকড় খোঁজার উদ্দেশে সারাক্ষণ এখানে-ওখানে আঁচড় কেটে বেড়াতো। সে মোটা, সুস্বাদু পোকা-মাকড় খেতে খুবই পছন্দ করতো। সে মনে করতো যে, এসব পোকা-মাকড় তার সন্তানদের স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিসম্মত। যখন সে একটা পোকা খুঁজে পেত, সে তার সন্তানদের চাক্-চাক্-চাক্ বলে ডাকতো। তাদের একত্র করে সে সকলের মধ্যে পোকাটা ভাগ করে দিত। সে এসব নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতো।

অন্যদিকে, একটি বিড়াল অলসভাবে খামার বাড়িটির দরজায় ঘুমিয়ে থাকত। তার নিজের ক্ষুধা মেটানোর জন্য ইদুর শিকার করার জন্যও কোথাও যেতো না। অলসভাবে শুয়ে থাকতেই তার ভাল লাগত। শূকরের খোয়াড়ে এক শূকর বাস করতো। যতক্ষণ খাবার খায় আর চর্বি বাড়ায়, ততক্ষণ কোথায় কি হচ্ছে তা নিয়ে কোন চিন্তা করে না।

একদিন লাল মুরগীটি কিছু গমের বীজ পেল। কিন্তু সে পোকা-মাকড় খেতে অভ্যস্ত ছিল। সে ভাবল যে হয়ত এটা কোন সুস্বাদু মাংস হবে। সে একটা ঠুকোর দিয়ে দেখল, এটা খেতে কোন পোকার মত স্বাদ কিনা। কিন্তু সে দেখল যে, এটা পোকার স্বাদের চেয়ে একদম অন্যরকম। বীজগুলো দেখতে এত হালকা এবং লম্বাটে আকৃতির ছিল যে তা দেখে যেকোন মুরগীই পোকা ভাববে। সে বীজগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গেল এবং অনুসন্ধান করে বুঝল যে এটা গমের বীজ এবং বীজগুলো রোপণ করলে এগুলো বড় হয় এবং পাকলে তা দিয়ে ময়দা এবং ময়দা থেকে রুটি হয়।

তাই সে ভাবল শূকরের তো অঢেল সময় আছে, বিড়ালের কোন কাজ নেই, বড় ইদুরটিও অলস সময় পার করে। তাই সে সকলকে জোরে ডাকল এবং জিজ্ঞেস করল কে এই বীজটি বুনবে? শূকর, বিড়াল ও ইদুর সকলেই 'না' বলল।

তাই মুরগীটি বলল, তাহলেই আমি নিজেই বুনব এবং তাই করল। সে তার প্রতিদিনের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়ে পড়ল। গ্রীষ্মের দিনগুলোতে সে তার সন্তানদের জন্য কীট-পোকামাকড় খুঁজতে এবং খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যতদিনে শূকর, বিড়াল ও ইদুর মোটা হয়ে গেল, ততদিনে গমগাছগুলোও বড় হয়ে গেল এবং তা কেটে ঘরে তোলার সময় এসে পড়ল। একদিন সে দেখল যে, গমগুলো বড় হয়ে পেকে গেছে, তাই সে দৌড়ে গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করল, কে এই গমগাছগুলো কাটবে? কিন্তু কেউ রাজি হল না।

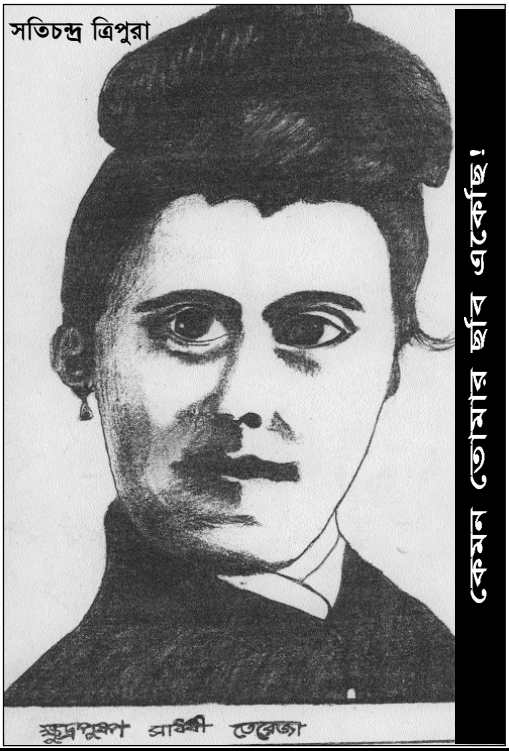

তাই লাল মুরগীটি নিজে কাটবে বলেই সিদ্ধান্ত নিল। সে কৃষকের যন্ত্রগুলোর মধ্য থেকে কাঁচি নিয়ে গমগাছগুলো কাটতে শুরু করল। সে সুন্দরভাবে কেটে গমগুলো একত্রে জড়ো করে মাড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করল। কিন্তু লাল মুরগীটির সদ্য জন্মানো সন্তানেরা সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগল যে, তাদের মা সন্তানদের অবহেলা করছে।

বেচারী মুরগীটি বুঝতে পারছিল না সে কি করবে। কেননা তাকে তার সন্তান ও গম উভয়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই সে আশা নিয়ে সকলকে জিজ্ঞেস করল, কে গম মাড়াই করবে? কিন্তু বরাবরের মতই তারা কেউ রাজি হল না। তাই হতাশ হয়ে সে নিজেই গম মাড়াই করল।

তাছাড়া, তাকে অবশ্যই তার সন্তানদের খাওয়াতে হবে। সে তার সন্তানদের দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে গম মাড়াই করতে চলে গেল। গম মাড়াই শেষ করে শূঁকর, ইদুর, বিড়ালকে তা বহন করে মিলে নিয়ে যেতে কেউ রাজি আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কেউ রাজি হল না। তাই শেষ পর্যন্ত উপায় না পেয়ে লাল মুরগীটি নিজেই তা করল।

গমগুলো বহন করে সে দূরের এক মিলে নিয়ে গেল। সেখান থেকে গমগুলো ভাঙ্গিয়ে সুন্দর ময়দা তৈরি করে খামারবাড়িতে ফিরে এলো। এত দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও সে তার সন্তানদের প্রতি দায়িত্বের কথা ভুলে নি। সে তাদের জন্য একটা মোটা-তাজা কীট ধরে নিয়ে গেল যা দেখে তার সন্তানেরা ভীষণ খুশি হল এবং প্রথমবার তাকে প্রশংসা করল। ক্লান্ত থাকার কারণে সেদিন খুব তাড়াতাড়ি সে শুয়ে পড়ল। সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার ইচ্ছে থাকলেও সন্তানদের কোরাসে অংশগ্রহণের কথা ভেবে তাও করল না। এমনকি সেদিন রাতে সে ঠিকমত ঘুমোতেও পারল না। ময়দা থেকে কিভাবে রুটি তৈরি করবে তা নিয়ে চিন্তিত ছিল। সে তার সন্তানদেরকে সকালে খাইয়ে প্রস্তুত করে আবার শূকর, বিড়াল ও ইদুরের কাছে গেল। সে ভাবল যে, তাদের কেউ না কেউ অবশ্যই তাকে এবার রুটি বানাতে রাজি হবে। তাই সে সকলকে জিজ্ঞেস করল, কে রুটি বানাবে? হতাশার বিষয় হল, কেউ রাজি হল না। তাই সে হতাশ হয়ে বলল, আমিই করব এবং তাই করল।

রুটি বানানোর জন্য সে সব ধরণের প্রস্তুতি নিয়ে রুটি বানাতে শুরু করল। অলস বিড়ালটি সারাক্ষণ বসে দেখছিল এবং জিভ থেকে জল ফেলছিল। ইদুরটি নিজেকে আয়নায় দেখে নিজের প্রশংসা করছিল। মোটা শূঁকরটি দূরে বসে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হল। খামারবাড়ির বাতাসে সুস্বাদু রুটির গন্ধ ভেসে আসছিল। মুরগীটিকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে সে অত্যন্ত আনন্দিত ছিল। কেননা এই রুটিটির জন্য সে এত পরিশ্রম করেছে। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না, রুটিটি আদৌ খাবার যোগ্য হবে কিনা। যখন রুটিটা বাদামী হয়ে ওভেন থেকে বেরিয়ে এলো, তখন বুঝল যে এখন বোধহয় খাওয়া যাবে।

মুরগীটির গতানুগতিক অভ্যাস অনুসারে সে আবারো তাদের জিজ্ঞেস করলো, কে এই রুটিটা খাবে? খামারবাড়ির সব প্রাণীরাই ক্ষুধার্ত চোখে তাকিয়ে ছিল। তারা সকলে খাওয়ার জন্য এক কথায় রাজি হল।

কিন্তু লাল মুরগীটি বলল, না, তোমরা কেউ খেতে পারবে না। এবং সে তাই করল। সে তার সন্তানদের ডেকে রুটিটি ভাগ করে দিল। তার অলস বন্ধুদের জন্য কিছুই রইল না।

অতএব, এই গল্পটি আমাদের এটাই শিক্ষা দেয় যে, যারা লাল। মুরগীটির মত পরিশ্রম করে, তারা পুরস্কৃত হয়। তাই এসো ছোট্টবন্ধুরা, আমরাও কঠোর পরিশ্রম করতে শিখি এবং পুরস্কৃত হই।

Source: The Little Red Hen by Michael Foreman

American Literature, Internet

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

যুদ্ধের তীব্র হুমকীর মধ্যেও সংযম ধারণের আহ্বান জানান পোপ মহোদয়

গত ৩ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বাগদাদ বিমানবন্দরে মার্কিন বাহিনী রকেট হামলা চালিয়ে ইরানের প্রভাবশালী সামরিক

কমাণ্ডার সোলাইমানিকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পরপরই ইরান বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। ইরানে পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ লিও বোকার্দি জানান, পোপ মহোদয় ঘটনা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত আছেন এবং এ ঘটনার মোড় কোনদিকে নেয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। এসমস্ত ঘটনাগুলো উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং এটি প্রমাণ করে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বাস অর্জন কতটা কঠিন কাজ। গঠনমূলক রাজনীতি, যা শান্তি আনয়নে সহায়ক তাতে শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয় সমগ্রবিশ্বকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। আর্চবিশপ বলেন, দ্বন্দ্ব অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে যাতে করে ন্যায্যতা ও শুভ ইচ্ছার অস্ত্রগুলো বিজয়ী হতে পারে। তিনি আরো জানান পোপ মহোদয় শান্তির জন্য প্রার্থনা করছেন। গত রবিবার (৫/১/২০২০) দূত সংবাদ প্রার্থনার পর সাধু পিতরের চত্বরে উপস্থিত জনতার সাথে সকলকে আবারো পোপ মহোদয় স্মরণ করিয়ে দেন 'যুদ্ধ কেবল মৃত্যু ও ধ্বংস ডেকে আনে'। কোন দেশের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভয়াবহ উত্তেজনার আবহ চলছে। পোপ ফ্রান্সিস সকল পক্ষকে সংলাপ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিখা প্রজ্বলিত করতে এবং শত্রুতার কালো ছায়া দূর করতে আহ্বান করেন। সাধু পিতরের চত্বরে উপস্থিত সকলকে নীরবে এ উদ্দেশে প্রার্থনা করার আমন্ত্রণ জানান। ভাতিকানের সমন্বিত মানব উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান কার্ডিনাল পিটার টার্কসন বলেন, সোলাইমানির হত্যাকাণ্ডকে মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক আখ্যায়িত করে বলেন, মার্কিন-ইরান সঙ্কট ও পরীক্ষার মধ্যেও আমাদেরকে আশার দিকে নজর দিতে হয়।

কার্ডিনাল শ্যন ও'মেলী বোস্টন আর্চ ডাইওসিসের জন্য খ্রিস্টপ্রসাদীয় বর্ষ ঘোষণা করেন

আর্চডাইওসিস বোস্টনকে উদ্দেশ্য করে লিখিত এক পত্রে কার্ডিনাল শ্যন ও'মেলী খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি তার ব্যক্তিগত অনুরাগের কথা তুলে ধরেছেন, যা তিনি তার যুববয়সে পিতা-মাতার কাছ থেকে শিখেছিলেন।

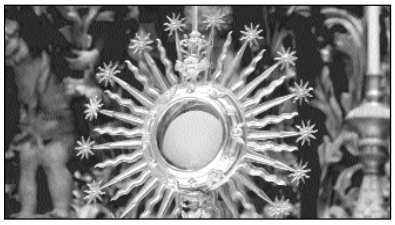

পিতা-মাতা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, খ্রিস্টপ্রসাদের জন্যই আমরা খ্রিস্টযাগে যাই, যা যিশু তাঁর শিষ্যদের সাথে সহভাগিতা করেছিলেন। কার্ডিনাল ও'মেলী নির্দেশ দেন খ্রিস্টপ্রসাদীয় বর্ষ শুরু হবে পুণ্য বৃহস্পতিবারে। সারা বছর জুড়েই পবিত্র সংস্কারের আরাধনা চলবে, খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, খ্রিস্টপ্রসাদীয় বর্ষে অনেকেই তাদের বিশ্বাসে নবায়িত ও শক্তিমান হওয়ার সুযোগ পাবে॥

- তথ্যসূত্র : news.va

বিজ্ঞ/০৮/২০

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে সরাসরি আহবান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপ:

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম : ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি)** *পদ সংখ্যা :* ০৫ টি *বয়স :* ২২-৩৫ বছর (৩১/০১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। *বেতন :* শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচ শত) টাকা।	• এইচএসসি পাশ। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) **পদের নাম : কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি)** *পদ সংখ্যা :* প্যানেল করে রাখা হবে। *বয়স :* ২৫-৩৫ বছর (৩১/০১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী) *বেতন :* শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা।	• ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি : চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল : মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতা/স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী সকল প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে ড) দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তির ঠিকানা, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখসহ সাদা কাগজে নিম্নোক্ত ঠিকানায় আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর স্ব-হস্তে লিখিত আবেদন করতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র সংযোজন করে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৪. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে।

৬. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৭. ধূমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৮. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৯. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১০. আবেদনপত্র আগামী ৩১/০১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১১. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৩. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদনের ঠিকানা

আঞ্চলিক পরিচালক
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিপ/০৯/২০

শ্রদ্ধা-ভালবাসায় রমনাতে আর্চবিশপ পলিনুসের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ▌ ৩ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ পলিনুস কস্তার ৫ম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তাকে স্মরণ করা হলো। সন্ধ্যা ৫ টায় আর্চবিশপের স্মরণে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। বিশপ শরৎ

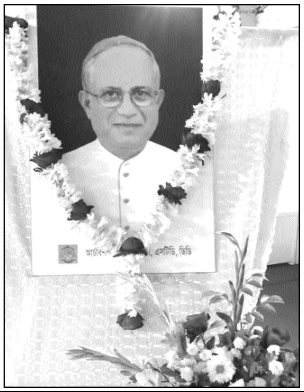

ফ্রান্সিস গমেজের পৌরহিত্যে ১৩জন যাজকসহ কিছু ধর্মসংঘের সদস্যাগণ উপস্থিত থাকেন। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ আর্চবিশপ পলিনুসকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ দান বলে আখ্যায়িত করেন। যিনি নিঃস্বার্থভাবে ঢাকাসহ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সেবা দিয়ে গেছেন। আর্চবিশপের সুন্দর জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদও দেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা, প্রয়াত আর্চবিশপের গভীর প্রার্থনাময় জীবন, সহজ-সরল জীবনযাত্রা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষের মঙ্গলে কাজ করার ইচ্ছা ও প্রশাসনিক দক্ষতার উপর আলোকপাত করেন। প্রাকৃতিক বৈরিতা ও অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানের কারণে মাত্র হাতে গোনা কিছু খ্রিস্টভক্তের উপস্থিতি থাকলেও সকলেই খ্রিস্টযাগের পরে তার সমাধিস্থলে ফুল প্রদানের মাধ্যমে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। করব আশির্বাদের পর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যাজকদের সাথে, কারিতাস বাংলাদেশ, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল, রমনা সেন্ট যোসেফ সেমিনারীর পক্ষ থেকে প্রয়াত আর্চবিশপের সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়॥

ম্যারিজ এনকাউন্টারের ১০৩তম সপ্তাহান্ত পালন

রবি ও রুবি দরেছ ▌ গত ৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ভাদুনের হলিক্রস পালকীয় কেন্দ্র, ফাদারটেকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারিজ এনকাউন্টার বা বিবাহ সাক্ষাৎ সপ্তাহান্ত অনুষ্ঠিত হয়। এক্লেজিয়াল কাপল রুবী রবি দরেছকে এ সপ্তাহান্ত পরিচালনা করতে সহায়তা দান করেন ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি। ভাদুন বিবাহ সাক্ষাৎ সপ্তাহান্ত হবার পরে কোন কোন জানান যে, তারা এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদেরকে পারস্পরিকভাবে প্রকাশ করতে পারছে। এ প্রশিক্ষণ তাদের সহায়তা করবে নিজেদের মধ্যকার ছোট–খাট ভুল বুঝাবুঝির অবদান ঘটিয়ে নিজেদের মধ্যকার সুস্পর্ককে বৃদ্ধি করতে। সকল দম্পতিদের জন্যই ম্যারিজ এনকাউন্টার বা বিবাহ সাক্ষাৎ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা দরকার। কেননা এর মধ্য দিয়ে বিবাহ সাক্রামেন্তের সৌন্দর্যটা দম্পতিগণ আরো গভীরভাবে বুঝতে পারবে॥

রাজশাহীতে জেএসসি ছাত্রীদের আহ্বান বিষয়ক সেমিনার

ফাদার নিখিল এ গমেজ ▌ গত ৩ থেকে ৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকীয় ও ব্রতধারী-ব্রতধারীনিদের জন্য কমিশনের উদ্যোগে “এসো নিজস্ব কৃষ্টিতে যিশুর ডাক শুনি ও যিশুর কথা বলি” এই মূলসুরের ওপর ভিত্তি করে খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো আহ্বান বিষয়ক সেমিনার। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয় আর এই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। বিশপ তাঁর উপদেশে বলেন, ঈশ্বর আমাদের অনাথ, অসুস্থ, অভাবী, দুঃখী মানুষের পাশে থাকার জন্য আহ্বান করেন। অন্যের প্রয়োজনে সাড়াদানের মাধ্যমে আমরা যিশুর ডাক শুনতে পারি। মূলসুরের ওপর সহভাগিতা করতে গিয়ে সিস্টার অনুপমা সিআইসি বলেন, “পরিবারের প্রার্থনা, গির্জায় অংশগ্রহণ, পারস্পরিক আদান-প্রদান, সুন্দর জীবনাচরণের মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর আহ্বান বুঝতে পারি। উক্ত কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া বলেন, ঈশ্বর যদি আমাকে ডেকেই থাকেন তা হলে সেই ডাক আমাকে শুনতেই হবে। এই আহ্বান বিষয়ক সেমিনারের অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল পবিত্র আরাধনা, পবিত্র খ্রিস্টযাগ, বিভিন্ন সিস্টার সংঘের পক্ষ থেকে সহভাগিতা, দলীয় আলোচনা, প্রতিবেদন পাঠ ও ধর্মীয় ছবি প্রদর্শনী। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া, ফাদার নিখিল গমেজ, খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রের পরিচালক এবং উক্ত কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার স্বপন পিউরীফিকেশন ও কমিশন সদস্য-সদস্যাগণ। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল মোট ৫৩জন॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন

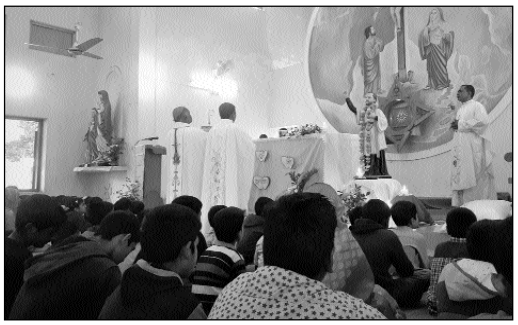

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি ▮ গত ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন করা হয়। এ পর্বোপলক্ষ্যে বিশেষ প্রস্তুতি হিসেবে খ্রিস্টভক্তগণ নয় দিনের নভেনা প্রার্থনা করেন। পর্বদিনের মহাখ্রিস্টযাগের শুরুতে গির্জার বাইরে থেকে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের প্রতিকৃতি বহন করে গির্জায় স্থাপন করা হয়। অতঃপর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও, এসটিডি, ডিডি প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও ধূপারতি করে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ করেন। উপদেশে বিশপ বলেন, "সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার অসামান্য ত্যাগস্বীকার করে এবং খ্রিস্টের একজন একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে উপমহাদেশে এমনকি জাপানে ও চীনের উপকূল পর্যন্ত বাণীপ্রচার করেছেন; তিনি বাণীপ্রচার করে নিজেকে নিঃশেষ করেছেন। এর ফলেই বহু মানুষ খ্রিস্টের বাণী শুনেছে এবং খ্রিস্টবিশ্বাস গ্রহণ করেছে। আমাদেরকেও এমন ভূমিকা পালন করতে হবে; বিশেষ করে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে খ্রিস্টের সেবাকর্মী হতে উৎসাহ দিতে হবে এবং সুন্দর জীবনযাপনের মাধ্যমে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করতে হবে।" খ্রিস্টযাগের শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো রোজারিও সিএসসি সকলের সহাযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ব্লকভিত্তিক উপহার প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে, আশীর্বাদিত বিস্কুট সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়॥

উথুলী ধর্মপল্লীতে বিশেষ নির্জন ধ্যান ও প্রাক্-বড়দিন উদ্‌যাপন

রিজেন্ট লিংকন ডি' কস্তা ▮ গত ১৮ ডিসেম্বর উথুলী ধর্মপল্লীতে হোস্টেলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল অর্ধ দিবসব্যাপি নির্জন ধ্যান ও প্রাক্-বড়দিন অনুষ্ঠান। উক্ত নির্জন ধ্যান ও প্রাক্-বড়দিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উথুলী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার টমাস কোড়াইয়া, ২জন সিস্টার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ১জন রিজেন্ট ও ছেলে-মেয়েসহ মোট ৫০জন। এই নির্জন ধ্যানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য ও দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন ফাদার টমাস কোড়াইয়া। অতঃপর 'খ্রিস্টের আগমনে আমাদের প্রস্তুতি' মূলভাবের উপর নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন উথুলী ধর্মপল্লীর রিজেন্ট লিংকন ডি' কস্তা। তিনি মূলসুরের আলোকে সুন্দর ও প্রাণবন্ত উপস্থাপনা রাখেন ও বড়দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। আগমনকাল ও বড়দিনকে সামনে রেখে তিনি ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে প্রস্তুতিমূলক বক্তব্য রাখেন। এরপর ছিল ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও পাপস্বীকার পর্ব। অতঃপর দুপুরে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার টমাস কোড়াইয়া। উপদেশে তিনিও বড়দিন ও আমাদের হৃদয়ে প্রভু যিশুর আগমন সম্পর্কে কিছু কথা বলেন। খ্রিস্টযাগ শেষে সকলে কীর্তন করেন এবং পাল-পুরোহিত সবকিছুর জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানান। পরিশেষে, দুপুরে প্রীতিভোজের মধ্য দিয়ে উক্ত নির্জন ধ্যান ও প্রাক্-বড়দিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

সিলেট আঞ্চলিক অফিসের কারিতাস উদ্যোগে নারী প্রতিবন্ধী ইউনিয়ন ফোরামের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর-২০১৯

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা ▮ গত ৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিসের উদ্যোগে কারিতাস সিলেট আঞ্চলিক অফিসে "বাংলাদেশের প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজকল্যাণ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে অভিগম্যতার সক্ষমতা" এসডিডিবি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় কারিতাস চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলের নারী প্রতিবন্ধী ইউনিয়ন ফোরামের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজনীন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উক্ত প্রোগাম শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন বনিফাস খংলা, ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক, সিলেট। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একে অপরের অভিজ্ঞতাগুলো জানতে পারি এবং অন্যের ভাল কাজগুলো নিজের কর্মএলাকায় কাজে লাগাতে পারি।'

অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের উদ্দেশ্য সহভাগিতা করেন কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিসের কর্মসূচি কর্মকর্তা বিনয় লুক রডিক্স, এসডব্লিউসিডি। তিনি বলেন- 'নারী প্রতিবন্ধীরা সমাজের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিবন্ধী নারী ফোরাম গঠনের মধ্য দিয়ে যেন সকল সরকারী ও বেসরকারী সুযোগ-সুবিধাগুলো আদায় করতে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানের মডারেটর ছিলেন লুটমন এডমন্ড পড়ুনা, এবং বনিফাস লিটন সরেন।

আলোচ্যসূচীর মধ্যে ছিল বিগত দিনের পরিকল্পনা, অর্জন, সবল ও দুর্বল দিক, শিক্ষ্যণীয় এবং সুপারিশ। পর্যালোচনায় ছিল, নারী প্রতিবন্ধীদের ন্যায্য অধিকার, প্রতিবন্ধী নারী ফোরাম গঠন করার নির্দেশনা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুশিক্ষিত করার প্রস্তাবনাসমূহ। উক্ত সফরে অংশগ্রহণকারী ছিল মোট ৪০জন॥

শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীতে ধর্মপ্রদেশীয় ছাত্র কর্মশালা, আগমনকালীন নির্জনধ্যান ও আনন্দ অনুষ্ঠান

সুবর্ণ পাথাং ▮ গত ৯-১১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর নটর ডেম জুনিয়র বিদ্যালয়ের হল কক্ষে যুবাদের ধর্মপ্রদেশীয় ছাত্র কর্মশালা, আগমনকালীন নির্জনধ্যান, পাপস্বীকার ও প্রাক্-বড়দিন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মূলসুর নেওয়া হয় 'টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে গুণগত শিক্ষা অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ যুবসমাজ'। এই মূলভাবের ওপর সেশনগুলো পরিচালনা করেন সিলেট যুব কমিশনের কো-অর্ডিনেটর ফাদার ভ্যালেন্টাইন তালাং ওএমআই। এছাড়াও তিনদিনের এই কর্মশালা পরিচালনা করেন শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর সহকারী পালক-পুরোহিত ও শ্রীমঙ্গল বিসিএসএম এর ইউনিট চ্যাপলেইন ফাদার দিগন্ত ডেনিশ চাম্বুগং সিএসসি এবং বিসিএসএম এর জাতীয় কার্যকরী পরিষদের প্রাক্তন প্রকাশনা কমিটির সম্পাদক আশিষ দিও।

তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালা ছাড়াও ছিল আগমনকালীন নির্জনধ্যান ও পাপস্বীকার পর্ব। উক্ত কর্মশালায় মোট ৫০জন উপস্থিত ছিল। সবশেষে ছিল যুবাদের উপহার সামগ্রী প্রদান। আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে উক্ত কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে॥

খুলনায় ধর্মপ্রদেশের সংবাদ

নিকোলাস বিশ্বাস ▮

খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের এসো দেখে যাও প্রোগ্রাম

গত ৩০ নভেম্বর হতে ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খুলনা ধর্মপ্রদেশের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার মাইনর সেমিনারীতে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক সংঘের এসো দেখে যাও প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে খুলনা ধর্মপ্রদেশের ১০টি ধর্মপল্লী থেকে মোট ২৭জন জেএসসি পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্রোগ্রামে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মার্টিন মন্ডল, ফাদার লাভলু সরকার, ফাদার জর্জ হোর্হে পর্যায়ক্রমে সেমিনারীর গঠন, আধ্যাত্মিকতা ও আহ্বান সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। এছাড়াও প্রার্থনা, নিয়মানুবর্তীতা, মানসিক প্রস্তুতি, মণ্ডলীর প্রতি দায়িত্ব, যাজক সংঘের ও সেমিনারীর জীবন সম্পর্কে তাদের অবগত করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের সার্বিক ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেন বর্তমান সেমিনারীয়ানগণ॥

সেমিনারীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন

গত ৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ খুলনা ধর্মপ্রদেশের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার মাইনর সেমিনারীতে মহাসমারোহে সেমিনারীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন করা হয়। গত ২৪ নভেম্বর হতে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশেষ নভেনা প্রার্থনা করা হয়। ৩ ডিসেম্বর বিকালে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী। সন্ধ্যায় সেমিনারীয়ানদের পরিচালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় ও দেয়ালিকার মোড়ক উন্মোচন করেন ধর্মপাল। রাতে

সকল অতিথিবৃন্দ, খুলনা ধর্মপ্রদেশের সকল পুরোহিতগণ, সিস্টারগণ একত্রে আহারে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত পর্বীয় অনুষ্ঠানে খুলনা ধর্মপ্রদেশের সকল পুরোহিতগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মার্টিন মন্ডল॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

দরগাচালা ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টভক্তগণের জন্য সেমিনার

ডেনিশ থিওটোনিয়াস রংদী ▮ গত ৫-৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, দরগাচালায় খ্রিস্টরাজার ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টভক্ত কমিশনের উদ্যোগে "দীক্ষিত ও প্রেরিত" এই মূলভাবের ওপর ভিত্তি করে খ্রিস্টভক্তগণের জন্য একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে দরগাচালা খ্রিস্টরাজার ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম থেকে মোট ৫০জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১০:১৫ মিনিটে ক্ষুদ্র প্রার্থনার মাধ্যমে সেমিনার আরম্ভ হয়। এরপর পাল-পুরোহিত ফাদার সুনির্মল মৃ সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। প্রথম অধিবেশনের ফাদার প্রবেশ রাংসা "খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব" এই মূলভাবের ওপর সহভাগিতা করেন। তিনি তাঁর সহভাগিতায় বলেন, "খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব" হচ্ছে নিজের ক্রুশ বহন করে নেওয়া। খ্রিস্ট যেমন নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং শিষ্যদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন ঠিক তেমনি আমাদেরকে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অর্থের লোভে বা নিজেদের স্বার্থের জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ না করার আহ্বান জানান তিনি।" অতঃপর টিফিন বিরতির অধিবেশনে ফাদার সুনির্মল মৃ "দীক্ষিত ও প্রেরিত" এই মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন, "মঙ্গলসমাচার হল আমাদের জীবনাচরণ। তাই মঙ্গলসমাচার প্রচারের প্রধান ক্ষেত্র হল পরিবার। তাই পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই এক একজন প্রচারকর্মী।" এরপর তিনি পোপ ১৫শ বেনেডিক্ট এর মিশনারী প্রৈরিতিক পত্র 'Maximum Illud' এর আলোকেও সহভাগিতা করেন। দুপুর ১২:১৫ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় এবং খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার প্রবেশ রাংসা। পরিশেষে, দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে দুপুর ১:৩০ মিনিটে উক্ত সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

বাড়ি ভাড়া

ইন্দিরা রোড়স্থ তেজগাঁও কলেজ সংলগ্ন গলিতে ১০/ই বাসার ৫তলায়, ১ বেড, ডাইনিং, কিচেন, ১বারান্দা ও বাথরুমসহ একটি ফ্ল্যাট আগামী ১ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে ভাড়া হবে।

যোগাযোগ
ডেনিস ভিনসেন্ট
ফোন ৯১১৭৪৬০, ০১৯১৫৪৭০৫০৬

বিপ/০৭/২০

মিরপুর ধর্মপল্লীতে নির্জন ধ্যানসভা ও ধর্মশিক্ষা ক্লাশ

শুক্তি হালদার ▮ গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ৮টায় প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার গির্জার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আগমনকালীন নির্জন ধ্যান সভা ও ধর্মশিক্ষা ক্লাশ-২০১৯ সমাপ্ত করা হয়। এতে ২জন ফাদার, ৫জন সিস্টারসহ মোট ১০০জন ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করে। এই নির্জন ধ্যানের উদ্দেশ্য ছিল বড়দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ও নিজেদের জীবন মূল্যায়ন করা। খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মিরপুর ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। খ্রিস্টযাগে তিনি মঙ্গলসমাচারের আলোকে ছেলে-মেয়েদের গঠনমূলক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। মিরপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে এই ধ্যানসভায় সুন্দরভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। এতে সহভাগিতা করেন কর্ণেলিয়াস টুডু। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন- ঈশ্বর আমাদের ভালবেসে এই পৃথিবীতে মুক্তি দিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আবার বড়দিনে আসবেন, আমাদের হৃদয় গোশালায় তিনি আসবেন। তাই আগমনকালে আমরা সবাই যেন ভালকাজ করার মধ্য দিয়ে একটি মালা প্রস্তুত করি। তার মধ্য দিয়ে যিশুকে বরণ করি। এরপর সবাই সুন্দর পাপস্বীকার করার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারপরে ধর্মক্লাশে নিয়মিত অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাছাড়া যারা সারাবছর ছেলে-মেয়েদের ধর্মশিক্ষা দান করেছেন সে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে মিরপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু পুরস্কার তুলে দেন। পরিশেষে মিরপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সকাল ১১:৩০ মিনিটে এই নির্জন ধ্যানসভা ও ধর্মশিক্ষা ক্লাশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

চির বিদায়ের অষ্টম বর্ষপূর্তি

দেখতে দেখতে আটটি বছর পার হয়ে গেল। তুমি আমাদের ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছো পরম পিতার অনন্তধামে। তোমার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান। তোমার আদর মাখানো কণ্ঠস্বর, তোমার মুখের অকৃত্রিম হাসি, তোমার অসীম স্নেহ-ভালবাসার অভাব আমরা অনুভব করছি প্রতিনিয়ত। স্বর্গধাম থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শ জীবনে ধারণ করে সুখী হতে পারি এবং অন্যদেরও সুখী করতে পারি।

তোমার স্নেহধন্য–
পরিবারবর্গ

কোড়ায়ার বাড়ি, পুরান তুইতাল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

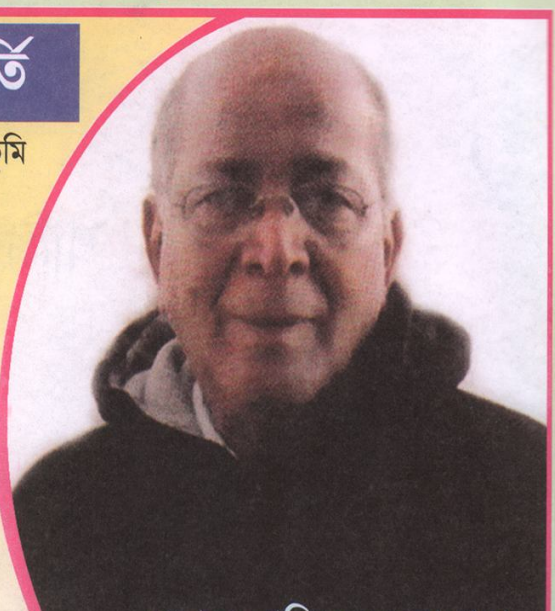

প্রয়াত ডানিয়েল কোড়ায়া
জন্ম : ২২ জানুয়ারি, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/১/২০

প্রয়াত রেজিন্যাল্ড ডি'রোজারিও
জন্ম : ২৩ অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ জানুয়ারি, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/২/২০

১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

সতেরটি বছর আগে এমনি ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন একটি শীতের সকাল। সেদিন তোমার অন্তিম যাত্রা ছিল শান্ত শব্দহীন এবং আকস্মিক। প্রথমে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি - তবু মেনে নিতে হলো। শুধু একটি সান্ত্বনা ছিল, জাগতিক দুঃখময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আশ্রয় নিয়েছ পরম পিতার কোলে। সেই সান্ত্বনা নিয়ে আজো আমরা বেঁচে আছি - আর এগিয়ে যাচ্ছি এই দ্বন্দ্বময় জীবনের দুঃখ ও আনন্দের মাঝে একটি সুখের সন্ধানে। আশীর্বাদ করো যেন যিশু খ্রিস্টের আশ্রয়ে থেকে সবার সঙ্গে মিলে মিশে জীবন যাপন করে প্রকৃত আনন্দধামে পৌঁছাতে পারি। এই কামনায়-

স্ত্রী : উষারাণী রোজারিও
ছেলে ও ছেলে বৌ : মিঠু-মালা, আশীষ-কবিতা, তাপস, হিমেল রোজারিও
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : চিত্রা-রেমন্ড, জয়ছি-রবীন, সিস্টার শিল্পী সিএসসি
নিশুতি, সিস্টার পূর্ণা এসএমআরএ, ঋতু-সাগর
নাতি ও নাতি বৌ : রুপম-এ্যানি, রেসি-অতশি, আর্থার, ক্যারল, ম্যানি
নাতনী ও নাতনী জামাই : রেশমী-বিকাশ, এলিস
পুতিন : ইভান, চেইজ, রঙ্গন ও ঈশান।

BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

–ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ–

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার

ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)

২. শেষ ইনার কভার

ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৩. প্রথম ইনার কভার

ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)

ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা = ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা = ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি = ৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা –
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org